চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ... অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯

মূল্য একটাকা

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

শ্রীপ্রতিমা ঠাকুরকে লিখিত

(১)　　　　ওঁ　　　　শিলাইদা

নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা ত কাল অনেক স্রোত ঠেলে সমস্ত দিন নদীর ধারার সঙ্গে লড়াই করে রাত্রে শিলাইদহে এসে পৌঁচেছি।

এখানে কাজকর্ম্মের ভিড় যথেষ্ট। কতদিন থাক্‌তে হবে এখনো ঠিক বলতে পারিনে।

কিন্তু তোমার পড়ার পাছে ব্যাঘাত হয় এই উদ্বেগ আমার মনে আছে। তোমাকে পড়াবার জন্যে অজিতকে বলে এসেছিলুন সেইমত তোমার পড়া চল্‌চে ত? ইংরাজি পাঠ প্রথম ভাগ ত হয়ে গেছে—আর একটা বই তোমার জন্যে ঠিক করে দিয়েছিলুম সেটা বেশ বুঝতে পারচ ত? সে বইটা ইংরাজিপাঠের চেয়ে ভারী নয় ববঞ্চ হালকা।

হেমলতার কাছ থেকে বাংলা গদ্য ও পদ্য কিছু কিছু পড়ে যেয়ো। বানানটা যাতে ক্রমে বিশুদ্ধ হয় সেই চেষ্টা কোরো।

আর তোমাকে আমার একটি উপদেশ আছে প্রতিদিন ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করে দিয়ো।

অনেকদিন পরে আমি পদ্মায় এসেছি। আজ সকালে সুন্দর রৌদ্র উঠেছিল। নদী একেবারে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। আজ সকালবেলা যখন বোটের ছাদের উপর বসে উপাসনা করছিলুম আমার মনের ভিতরটি আলোকে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই জল স্থল আকাশের মাঝখানে বসে তাঁকে চিত্তের মধ্যে অনুভব করতে আমার খুব ভাল লাগচে। ইচ্ছা করে অনেকদিন ধরে এই রকম এখানে শান্তি ও নির্ম্মলতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাই। কিন্তু যিনি প্রভু তিনি ছুটি না দিলে কিছুই হবে না—তিনি এখনো আমার হাতে কাজ রেখে দিয়েছেন। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ২৩শে আষাঢ় ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পতিসর

আত্রাই

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা কাল রাত্রে পতিসর পৌঁচেছি। এখানে এসেই তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম।

আমি যে ঠিক কাজের তাগিদে এসেছি সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। লোকজনের মধ্যে যখন জড়িয়ে থাকি তখন ছোট বড় নানা বন্ধন চারদিকে ফাঁস লাগায়—নানা আবর্জ্জনা জমে ওঠে—দৃষ্টি আবৃত এবং বোধশক্তি অসাড় হয়ে পড়ে—তখন কোথাও পালিয়ে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যিনি অপাপবিদ্ধ নির্ম্মল পুরুষ, যিনি চির জীবনের প্রিয়তম, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ আপনাকে সমর্পণ করে দেবার জন্যে মনের মধ্যে এমন কান্না ওঠে যে ইচ্ছা করে বহু দূরে বহু দীর্ঘকালের জন্যে কোথাও চলে যাই। যতই নানাদিকে নানা কথায় নানা কাজে মন বিক্ষিপ্ত হয় ততই গভীর বেদনার সঙ্গে সুস্পষ্ট বুঝতে পারি তিনি ছাড়া আর কিছুতেই আমার স্থিতি নেই তৃপ্তি নেই—তাঁকে ছাড়া আমার একেবারেই চল্‌বে না।

কবে তিনি আমার বাসনা পূর্ণ করবেন জানিনে—কিন্তু জোড় হাত করে কোনো প্রশান্ত পবিত্র নির্জ্জন স্থানে তাঁর দিকে তাকিয়ে পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে—কেবল বলি—মা মা হিংসীঃ—আমাকে আর আঘাত কোরো না—আর মেরো না, আর মেরো না—ভাল মন্দর দ্বন্দ্বের মাঝখানে রেখে আমাকে কেবলি চারদিক থেকে এমন ধাক্কা খেতে দিয়ো না। জীবন যখন দ্বিধাবর্জ্জিত বাসনা-মুক্ত পবিত্র হয়ে উঠ্‌বে—তখন লোকালয়েই থাকি আর নির্জ্জনেই থাকি সর্ব্বত্রই সেই পবিত্রতার সাগরের মধ্যে সেই প্রেমের অতলস্পর্শ সমুদ্রের মধ্যেই নিমগ্ন হয়ে থাক্‌তে পারব। দুঃস্বপ্নজালজড়িত এই অন্ধকার রাত্রির অবসানে সেই জ্যোতির্ম্ময় প্রভাতের জন্যে মন অহরহ অপেক্ষা করচে—সকল সুখদুঃখ, সকল গোলমাল, সকল আত্মবিস্মৃতির মধ্যেও তার সেই একটি মাত্র সত্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু চিরদিনই জীবনকে এত মায়ায় এত মিথ্যায় জড়াতে দিয়েছি যে, তার জাল কাটাতে আজ প্রাণ বেরিয়ে যাচ্চে। তা হোক্, তবু কাটাতেই হবে—সংসারের, বিষয়ের, বাসনার সমস্ত গ্রন্থি একটি একটি করে খুলে তবে যেন আমার এই জীবনের ব্রত সাঙ্গ হয়—স্নান করে ধৌত হয়ে নির্ম্মল বসন পরে শুচি ও সুন্দর হয়ে

যেন এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁর কাছে যেতে পারি—ঈশ্বর সেই দয়া করুন—আর সমস্ত চাওয়া যেন একেবারে নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়। তোমাদের মধ্যেও আমার সংসারের মধ্যেও সেই পবিত্র পরম পুরুষের আবির্ভাব বাধামুক্ত হয়ে প্রকাশ পাক্ এই আমার অন্তরের একান্ত কামনা। তোমার মনের মধ্যে সেই অমল সৌন্দর্য্যটি আছে—যখন তাঁর জ্যোতি সেখানে জ্বলে উঠ্‌বে—তখন তোমার প্রকৃতির স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে থেকে সেই আলো খুব উজ্জ্বল ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবে আমার তাতে সন্দেহ নেই—তুমিই আমার ঘরে তোমার নির্ম্মল হস্তে পুণ্যপ্রদীপটি জ্বালাবার জন্যে এসেছ—আমার সংসারকে তুমি তোমার পবিত্র জীবনের দ্বারা দেবমন্দির করে তুল্‌বে এই আশা প্রতিদিনই আমার মনে প্রবল হয়ে উঠ্‌চে। ঈশ্বর তোমার ঘরকে তাঁরই ঘর করুন এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ৭ই ভাদ্র ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম।

আমাদের অভিনয়ের দিন কাছে আস্‌চে অথচ আজ পর্য্যন্ত আমার ভাল মুখস্থ হয় নি বলে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। মুখস্থ হবে কি করে? দিন রাত নানা লোকের সঙ্গে আলাপ করতে করতেই দিন কেটে যায়। কলকাতা থেকে লোক এখান পর্য্যন্ত এসে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌চে।

তোমার ইংরিজি বই নিয়ে অভিধান দেখে বাংলা করবার চেষ্টা করতে থেকো—যেখানে বুঝতে বিশেষ বাধবে তোমার বাবার কাছে বুঝিয়ে নিয়ো।

রথীর চিঠি পেয়েছি। সে বেশ মজা করে ষ্টীমলাঞ্চে চড়ে চলে গেল—আমার ভারি লোভ হচ্চে। যদি এই অভিনয়ের উৎপাত না থাক্‌তো তাহলে দিব্যি মনের আনন্দে চলে যেতুম। দেখি, শিলাইদহে গিয়ে তার পরে ষ্টীমারে করে যদি কোথাও বেরিয়ে পড়ার সুবিধা হয়।

এখানে খুব ঘনঘটা করে এসেছে। এক একবার এলোমেলো বাতাস দিচ্চে, বৃষ্টি হচ্ছে—থেকে থেকে ভীষণ রবে বজ্র ধ্বনিও শোনা যাচ্চে। ভাবছিলুম নদীতে যদি রথী এই তুর্য্যোগ পেয়ে থাকে তাহলে মুস্কিলে পড়বে—কিন্তু তা হয় নি—সে ত লিখ্‌চে বৃষ্টি পথে পায় নি।

প্রভাতের মার শরীর বড়ই খারাপ। তিনি শান্তি-নিকেতনেই আছেন। তাঁকে নিয়ে তু তিন রাত জাগ্‌তে হয়েছে।

মেয়েদের অভিনয়ের উৎসাহ খুব বেড়ে গেছে। তারা 'সতী' অভিনয় করবে বলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কিন্তু এই গোলমালের মধ্যে তাদের দেখিয়ে দেওয়া ঘটে উঠ্‌চে না।

তোমাদের বাড়ির নম্বরটা দিলে না কেন? আমার ত মনে নেই।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি রবিবার

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অক্টোবর, ১৯১০]

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। মিস্ বুর্ডেট্‌কে ত শুধু ভাল লাগ্‌লে হবে না, তাঁকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি যদি শেলাই জানেন হয় তাহলে তাঁর কাছ থেকে ভাল করে শেলাই শিখে নিয়ো—কেবল সৌখীন শেলাই নয়—জামা কাপড় প্রভৃতি কাট্‌তে শেখা চাই। সেলাই শেখা উপলক্ষ্যে খানিকটা ইংরাজি কথা কওয়ার অভ্যাস স্থরু হবে। তুমি যতটুকু পার ওঁর সঙ্গে কইতে বল্‌তে চেষ্টা কোরো, লজ্জা কোরো না। ওঁর খাওয়া দাওয়ার কি রকম ব্যবস্থা করে দিয়েছ? দুপুর বেলায় কি খেতে দাও? দেখো ঠিক সময়মত খাওয়ার যেন ব্যাঘাত না হয়—ওরা সকল কাজেই সময় রক্ষা করে চলে আর আমরা ঠিক তার উল্টো। রথীকে বোলো ওঁকে অল্প অল্প করে বাংলা শেখানো যেন ধরিয়ে দেয়—আপাততঃ বাংলা অক্ষর ও তার উচ্চারণ শিখ্‌তে ওঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবে। মীরা ওঁকে বাংলা শেখাবার ভার নিতে

পারে। সন্ধ্যাবেলায় তোমাদের কি রকম কাটে? ওঁর সঙ্গে তোমাদের খেলা চলে কি? আমি যখন যাব তখন দেখব তোমাদের খুব ইংরিজি কথা হুহুঃ শব্দে চলচে। Christmas এর দিনে আগে থাকতে মনে করে ওঁর জন্যে কিছু card আনিয়ে দিয়ো এবং সেদিন একটু বিশেষ করে খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদ কোরো—বোটে করে নদীর চরে গিয়ে যা হয় একটা কিছু হুটোপাটি কোরো—রথীকে বোলো থ্যাকারের ওখান থেকে দুই একটা Christmas নম্বর ছবির কাগজটাগজ আনিয়ে দিতে এবং কলকাতা থেকে একটা সময়মত ক্রিষ্টমাস্ কেক্ আনাতে। উনি ভাল বাজাতে পারেন এবং বাজাতে ভাল বাসেন—রথীর কর্ত্তব্য হবে একটা পিয়ানো আনিয়ে নিতে—এই সময়টায় কলকাতায় Season, সুতরাং সুবিধা দামে পিয়ানো এখন পাওয়া শক্ত—আর তিনচার মাস পরে তবে দাম কমে যাবে। যা হোক্ উনি যখন ওখানে অমন একলা পড়েছেন তখন ওঁর চিত্তবিনোদনের একটা বিশেষ উপায় করে না দিলে কষ্ট দেওয়া হবে।

দ্বিপুকে পাটালি পাঠাতে রথীকে বলেছিলুম কই এ পর্য্যন্ত তার ত কোনো লক্ষণ দেখ্‌চিনে—দ্বিপু ঐ পাটালির পথ চেয়ে আছে।

রথীর বাগান চাষবাস কি রকম চল্‌চে? মীরার মামাশ্বশুরের বাগানের কি খবর? সেখান থেকে শালগম গাঁজরের আমদানি হচ্চে বোধ হয়।

নগেনের আসবার কোনো খবর পেয়েছ কি?

রথীকে বোলো পিসিমাকে আমি অন্যত্র যেতে চিঠি লিখে দিয়েছি কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। তোমাদের শরীর ত ভাল আছে?

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯১০]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তুমি আমার নববর্ষের অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। যিনি সকলের বড় তাঁকে তুমি সর্ব্বত্র দেখতে পাও, এই আমার একান্ত মনের কামনা। মানব জীবনকে খুব মহৎ করে জান—নিজের সুখস্বার্থ সাধন কখনই তার লক্ষ্য নয় এ কথা সমস্ত ভোগসুখের মধ্যে মনে রেখো—সংসারকেই বড় আশ্রয় বলে জেনো না এবং কঠিন দুঃখ বিপদেও ভক্তির সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শেখ—প্রতিদিনের সুখ দুঃখে তাঁকে প্রণাম করার অভ্যাস রেখো—প্রত্যহই যদি তাঁর কাছে যাবার পথ সহজ করে না রাখ তাহলে প্রয়োজনের সময়ে সেখানে যেতে পারবে না। প্রভাতে ঘুম থেকে উঠেই যেন তোমার মনে পড়ে যে তিনিই আছেন তোমার চিরজীবনের সহায় সুহৃদ্ পিতামাতা—তাঁরি কর্ম্ম বলে সংসারের কর্ম্ম করবে—এবং এ জীবনে যাদের সঙ্গে তোমার স্নেহ প্রেমের সম্বন্ধ হয়েছে তাদের সেই সম্বন্ধ তাঁরই প্রেম উৎসের সুধারসে মধুর ও সুন্দর হয়ে রয়েছে এই কথাটি খুব গভীর করে মনের মধ্যে স্মরণ

করবে। তাঁর নাম স্মরণের মধ্যে তোমার মন প্রতিদিন স্নান করুক—সেই সত্যময় জ্ঞানময় আনন্দময় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের চিন্তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে মনকে ডুবিয়ে প্রতিদিনের সমস্ত ধূলা ও দাহ থেকে আপনাকে নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ করে তোলো। তিনি তোমার মনে আছেন, বাইরে আছেন, দিনরাত্রি তিনি তোমাকে স্পর্শ করে আছেন—তিনি যেমন নিবিড়ভাবে অহরহ তোমার কাছে আছেন এমন আর কেউ না—খুব করে সেই কথাটি মনে জেনে তাঁকে প্রণাম করে সকলের এবং নিজের মঙ্গল তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরো।

আমাদের এখানে কাল পূর্ণিমা রাত্রে মাঠের মধ্যে বর্ষশেষের এবং আজ খুব ভোর রাত্রে মন্দিরে নববর্ষের উপাসনা শেষ হয়ে গেল—সকলেই আমরা গভীর আনন্দ পেয়েছি।

তোমরা আবার শিলাইদহে কবে ফিরে যাবে? বড়দাদাকে নিয়ে হেমলতা বৌমা 'বোধ হয় পশু' কলকাতা হয়ে পুরীতে চলে যাবেন। ইতি ১লা বৈশাখ ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬)　　　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে মিলিয়ে না দেখ্‌লে সত্যকে দেখা হয় না। আমরা প্রতিদিন জীবনকে যখন উপলব্ধি করি তখন মৃত্যুকে তার অঙ্গ বলে উপলব্ধি করিনে বলে আমাদের প্রবৃত্তি দিয়ে সংসারটাকে আঁক্‌ড়ে থাকি। আমাদের বাসনা আমাদের ভয়ানক বন্ধন হয়ে ওঠে। মৃত্যুর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখলে তবেই সংসারের ভার হাল্কা হয়ে যায়। আবার আমরা মৃত্যুকে যখন দেখি তখন জীবনকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনে বলেই শোকের জ্বালা এত প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। মৃত্যু জীবনকেই বহন করে, জীবন মৃত্যুর প্রবাহেই এগিয়ে চলচে এই কথাটিকে ভাল করে বুঝে দেখলে সত্যের মধ্যে আমাদের মন মুক্ত হয়। পূর্ণ সত্যের মধ্যে বিরোধ নেই। জীবন ও মৃত্যুকে একান্ত বিরুদ্ধ বলে জান্‌লেই আমাদের মোহ জন্মায়। সেই মোহ আমাদের বাঁধে,

সেই মোহ আমাদের কাঁদায়। যত পাপ যত ভয় যত শোক ঐখানেই।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯১১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আচ্ছা বেশ—তোমরাও যদি ছুটিতে সিঙ্গাপুরে যাও তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে ঘুরে আসব। দিনুও যাবার জন্যে ক্ষেপেছে— তাকেও সঙ্গে নিতে হবে। …

এখন cycloneএর সময় কি নয়? যদি সমুদ্রের মাঝখানে ঝড়ের দর্শন পাওয়া যায় তাহলে সমুদ্রটাকে খুব মনোরম বলে মনে হবে না।

যদি East Coast Railway দিয়ে কলম্বো যাতায়াত করতে ইচ্ছা কর সে একটা মন্দ trip হয় না। পূজোর সময় concession পাওয়া যায়। সেখানে Candy শুনেছি চমৎকার জায়গা।

যাই হোক্ সিঙাপুরই যদি তোমাদের পছন্দ হয় আমার তাতে আপত্তি নেই। পাছে জলপথে সেই একই রাস্তা দিয়ে ফেরবার সময় তোমাদের বিরক্ত ধরে এই একটা আশঙ্কা আছে।

যেখানেই যাও রথীকে বোলো Cookদের সঙ্গে

সমস্ত হোটেল খরচপত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে যেন পরামর্শ করে রাখে।

মীরা ভাল আছে তাই আর কলকাতায় গেলুম না। যেতে হলে আমার কষ্ট হত। শরীর ত তেমন ভাল নেই ——এখানকার রেলে যাত্রার সময়টাও বড় বিশ্রী।

বড়দিদির বেশ ভাল লাগ্‌চে শুনে খুসি হলুম। তোমার পড়া শুনো এখন কি রকম চলচে? নগেন অনেকদিন অনুপস্থিত বলে বোধ হয় তোমার ক্লাস বন্ধ। সেই Astronomyর বই কি এখন রথী তোমাকে পড়ে শোনায়? জাহাজে যাবার সময় তোমাকে অনেক বই পড়ে শোনানো যাবে। ইতি

[১৯১১] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমরা ভয় করচ আমার বুঝি ভ্রমণে যাওয়ার মত উল্টে গেছে---একেবারেই না---ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বার আবেগ আমার আরো বেড়ে যাচ্ছে---আমি দুই এক মাসের জন্যে কোথাও খুচ্‌রো রকমের বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করিনে---পৃথিবীর কাছে বেশ ভাল রকমে বিদায় নেবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে উঠেছে। কলকাতায় গিয়ে দেখব যদি বাধা কাটাতে পারি তাহলে আমি দূরেই বেরিয়ে পড়ব।

এখানে শারদোৎসব অভিনয়ের আয়োজন চলচে। আমাকে সবাই মিলে সন্ন্যাসী সাজাচ্চে। কলকাতা থেকে এবারেও মেয়ের দল সব আসচেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী

[১৯১১] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৯)　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা—তোমরা ত বেশ নদীতে বেড়িয়ে এলে—আমরা এখানে মাঠের মধ্যে স্থির হয়ে বসে আছি। আগে যখন কুঠি বাড়ি তৈরি হয় নি তখন আমি বৎসরের অধিকাংশ সময়ই বোটে কাটিয়ে দিতুম ভারি ভাল লাগ্‌ত। এখনো এক একবার সেই রকম করে নদীর চরে দিন কাটাতে ইচ্ছা করে কিন্তু সে আর হয়ে উঠ্‌বে না।

আজকাল খুব করে Science পড়চ বুঝি। Story of the Heavens বইখানা প্রথম যখন পড়েছিলুম তখন মুগ্ধ হয়েছিলুম—ওটা খুব চমৎকার। এবার যখন তোমরা কোনো সময়ে বোলপুরে আস্‌বে তখন এখানকার বড় দূরবীন দিয়ে তোমাদের চন্দ্র ও গ্রহদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে। রথীকে বলে এই রকম একটা দূরবীন কিনিয়ে নেও না কেন? আমাদের এখানে যেটা আছে তার দাম ২৫০ টাকা—কিন্তু পঞ্চাশ

ষাট টাকায় ওদের ওখানেই ছোট সাইজের দূরবীন পাওয়া যায় তাতেও বেশ কাজ চলে।

সন্তোষ আজকাল একলা। ওর মা এবং স্ত্রী কেউ এখানে নেই। ও গোরু মহিষ নিয়ে দিনযাপন করচে।

আমি নগেন্দ্র শ্যালকের দেশ থেকে একজন নাপিত চাকর আনিয়ে তাকে তৈরি করে নিচ্চি। তার বুদ্ধি বেশ আছে—হাঁতের কাজও বোধ হয় ভাল পারে, কামাতে জানে, শুনেছি ঘড়ি মেরামৎ করতে পারে। তোমাদের চাকরের অভাব আছে বলেই আমি একে আনিয়েছি। আমি যখন তোমাদের কাছে যাব একে নিয়ে গিয়ে রেখে আসব।

নগেনের সেই প্রিয়পাত্র পাড়ার ছেলেরা এক একদিন সন্ধ্যাবেলা এসে কি গান শুনিয়ে যায়? আমার এখানেও সে রকম গাইয়ে খুঁজলে পাওয়া যায়—তারা গলা ছেড়ে গান গাইতেও ছাড়ে না।

শুভাকাঙ্ক্ষী

[১৯১১] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১০) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, রথীকে এই চিঠি দিয়ো। কিছু দিন থেকে মনে মনে ভাবছিলুম বুধগয়ায় যাব এমন সময় হঠাৎ দেখি নগেন মীরারাও সেখানে যাবার আয়োজন করচে তাই এক সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করেছি। ওরা হয় ত দুচার দিনেই ফিরে আসবে। আমি কত দিন কোথায় থাকব এখনো ঠিক করিনি। হয় ত বা হরিদ্বারেও যেতে পারি। আপাতত ভগবান বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করতে চলেছি।

ও জায়গাটি তোমাদের ভাল লেগেছে এবং তোমরা সকলে মিলে আনন্দে আছ এই শুনে আমি খুব খুসি হলুম। নগেন বলছিল তোমরা দুই চার দিনের মধ্যেই পুরীতে যাবে। যতদিন তোমরা যেখানে থাকতে ইচ্ছা কর বেশ ভাল করে দেখে শুনে বেড়িয়ে চেড়িয়ে আনন্দ করে শরীর মনকে প্রফুল্ল করে তবে ফিরে এসো।— কোনো কারণেই তাড়াতাড়ি কোরো না— ইস্কুলের ছুটি

ফুরিয়ে গেলেও ভাবনা নেই। চাই কি তোমরা East Coast Railway দিয়ে দক্ষিণে যতদূর পর্য্যন্ত যেতে ইচ্ছা কর যেতে পার। শুনেছি ত্রাবাঙ্কুর ভারতবর্ষের মধ্যে খুব একটি রমণীয় জায়গা। তোমরা সেই পর্য্যন্তই যাও না। সেতুবন্ধ পার হয়ে লঙ্কাতেও যেতে পার।

চিরশুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[সেপ্টেম্বর, ১৯১৪]

(১১)　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমি তোমাদের সকলকে অনেক দুঃখ দিয়েছি এবং দুঃখ পেয়েছি। আমার মনের মধ্যে কোথা থেকে একটা ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু সেটা থাক্‌বে না। তোমরা যখন ফিরে আস্‌বে তখন দেখ্‌তে পাবে আমি নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছি। আমার সেই স্থানটি হচ্চে বিশ্বের বাতায়নে, সংসারের গুহার মধ্যে নয়। তোমাদের সংসারকে তোমরা নিজের জীবন দিয়ে এবং পূজা দিয়ে গড়ে তুল্‌বে—আমি সন্ধ্যার আলোকে নিজের নির্জ্জন বাতায়নে বসে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করব।

আমাকে তোমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকবে না—ঈশ্বর তার থেকে আমাকে মুক্তি দেবেন। সংসার যাত্রার যা কিছু উপকরণ সে আমি সমস্ত তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমার সঙ্গে তোমাদের বিনা প্রয়োজনের সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের টানে

তোমরা আমার কাছে যখন আসবে তখন হয় ত আমি তোমাদের কাজে লাগ্‌ব।

তোমাদের পরস্পরের জীবন যাতে সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠে সেদিকে বিশেষ চেষ্টা রেখো। মানুষের হৃদয়ের যথার্থ পবিত্র মিলন, সে কোনোদিন শেষ হয় না— প্রতিদিন তার নিত্য নূতন সাধনা। ঈশ্বর তোমাদের চিত্তে সেই পবিত্র সাধনাকে সজীব করে জাগ্রত করে রেখে দিন এই আমি কামনা করি।

তোমাদের সংসারটিকে সুধাপাত্রের মত করে মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি একবার গৃহস্থধর্ম্মের অমৃতরস পান করে যাই এই আমার মনের লোভ এক একবার মনকে চেপে ধরে। কিন্তু লোভকে যেমন করে হোক্ ত্যাগ করতেই হবে। এখন আর ফল আকাঙ্ক্ষা করবার দিন নেই—সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে তোমাদের কল্যাণ কামনা করব—সেই কল্যাণে আমার কোনো অংশ থাকবে একথা মনেও করতে নেই; এবং আমার রাস্তা দিয়ে যে তোমাদের জীবনের পথে তোমরা চলবে একথা মনে করা অন্যায় এবং এ সম্বন্ধে জোর করা দৌরাত্ম্য। তোমাদের সমস্যা তোমাদের, তোমাদের প্রকৃতি তোমাদের, তোমাদের পথ তোমাদের—তোমাদের সম্বন্ধে আমার স্নেহ এবং

আমার শুভ আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কিছু আমার নয়। সেই স্নেহকেও নির্লিপ্ত হতে হবে—সে যাতে তোমাদের প্রতি লেশমাত্র ভার স্বরূপ না হয় আমাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে—তোমাদের ঈশ্বরকে তোমাদের আপনার জীবনের আলোকে তোমাদের আপনাদের সুখদুঃখ ও ভালমন্দের সংঘাতের ভিতর দিয়ে একদিন পাবে আমাকে সে জন্য উদ্বিগ্ন হতে হবে না—সে জন্যে আমি তাকিয়ে থাকব না। তোমাদের কল্যাণ হোক।

চিরশুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯১৫-১৯১৮]

তোমাকে বেলার খবর দিতে বলেছিলুম। কিন্তু দরকার নেই। আমি দুর্ব্বলভাবে এ রকম করে চারদিকে আশ্রয় হাৎড়ে বেড়াব না—বেলা নিশ্চয় ভালই আছে ভালই থাকবে—আমার উদ্বেগের উপর তার ভালমন্দ কিছুই নির্ভর করচে না।

বৌমা

তোমার চিঠিতে মীরার খুকী হওয়ার খবর পেয়ে খুসি হলুম। খুকীর ছবিও বেশ লাগল। ওর জন্যে এখান থেকে কাপড় পাঠাচ্চি—আশা করি তার গায়ে হবে। খোকার জন্যেও একটা জাপানী কাপড় পাঠালুম। আজ বিকেলে আমাদের জাহাজ ছাড়বে তাই সকাল থেকে গোছাবার হাঙ্গাম পড়ে গেচে। মুকুলটা কোনোমতেই আমার সঙ্গ ছাড়ল না। সেও চলেচে। এখান থেকে যে কতকগুলো কাপড় চোপড় এবং জিনিষপত্র পাঠাচ্চি সে হয়ত বা এই চিঠির আগেই পৌছবে। রথীকে বোলো আমার জাপানী কিমোনোগুলো দেশে ফিরে গিয়ে পর্বতে চাই—ওগুলো ভারতবর্ষের পক্ষে খুব আরামের হবে। টুকিটাকি অনেক রকম জিনিষ জমেছিল সমস্তই রওনা করে দিলুম—তোমাদের কাজে লাগবে। এণ্ড্রুজের হাতে তোমার জন্যে একটা জাপানী তুলির বাক্স পাঠিয়েছি—গগন অবনের জন্যেও পাঠালুম।

আমি যে সব জিনিষপত্র পাঠিয়েচি তার মধ্যে থেকে বেছে সমরকে একটা কিছু দিয়ে দিয়ো।

বিচিত্রার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে শুনে দুঃখিত হলুম। এ সমস্ত কাজ ত কেবল সখের কাজ নয়; দেশের কাজ —সমস্ত প্রাণমন দিয়ে না করলে কোনোমতেই হবার নয়। এ সব দেশে এরকম ধরণের কত কাজই হচ্চে কিন্তু সে ত দিব্যি আরাম করে হচ্চে না। কত লোকের সত্যিকার শক্তি এবং প্রেম এদের দেশকে উপরে তুলে রেখেচে। আমাদের শক্তিহীন ভক্তিহীন দুর্ব্বল সৌখীনতার কথা স্মরণ করলে কোনো আশা থাকে না।

এণ্ড্রুজের কাছে খবর পেয়েছ ডিসেম্বর মাসে এখানকার একজন আর্টিষ্ট তোমাদের ওখানে যাবে—তাকে বিচিত্রার একটি ঘরে বেশ যত্ন করে রেখো। তার কাছ থেকে তোমরা অনেক শিখ্‌তে পারবে। আমার সব চেয়ে ইচ্ছা করে এখান থেকে তোমাদের জন্যে একজন দাসী পাঠাই—কি সুন্দর করে এরা কাজ করতে জানে! তোমরা সকলে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ১৭ ভাদ্র ১৩২৭

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৩)　　　　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, ঈশ্বর তোমার শোককে সফল করুন—মৃত্যুর বাণী তোমার জীবনের মধ্যে সুগভীর শান্তি ও কল্যাণ বহন করে আনুক এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি। ইতি ৫ বৈশাখ ১৩২৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৪)　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিতে লিখেছিলে তোমরা কলকাতায় আসচ কিন্তু পরশু পর্য্যন্ত খবর পেয়েচি তোমাদের কলকাতায় ফেরবার কোনো সংবাদ নেই।

আমি বহুকাল পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এখানকার নির্ম্মল শরতের আলোকে যেন স্নান করে বেঁচেচি। আমার পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত এইই ভাল এখানকার খোলা মাঠ এবং গভীর শান্তি। কাজ কর্ম্ম করবার দিন আমার ফুরিয়েচে। ভিড়ের মধ্যে আমার আর চল্‌বে না। এখানকার সংসারইত চিরদিনের নয়—এবার তার ধূলোমাটি ধুয়ে ফেলে বড় জীবনের জন্যে প্রস্তুত হওয়া চাই।

রথীর শরীর কেমন আছে আমাকে লিখো। উপ্‌রি-উপরি যখন জ্বর এল তখন সম্ভবত ম্যালেরিয়া। ওটাকে সম্পূর্ণ না ঝেড়ে ফেললে বারবার কষ্ট দেবে। ওখান থেকে ফিরে এসে বরঞ্চ কোথাও সমুদ্রের ধারে

গেলে ভাল হয়। বেলার শরীরও, বোধ হয় কয়দিনের বাদলায়, খারাপ হয়ে উঠেছিল। তার জন্যে মন উদ্বিগ্ন আছে।

কলকাতার ঠিকানাতেই চিঠি লিখে দিলুম—না থাক শিলাইদহে পাঠিয়ে দেবে। ইতি ১৮ কার্ত্তিক ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৌমা

তোমার মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মনে আঘাত পেয়েচি। সেদিন তোমার মা যখন শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তখন তাঁর মধ্যে এমন একটি গভীরতা দেখেছিলুম, সাধনার এমন একটি সহজ সুন্দর রূপ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল যে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর এই যে ভাবটি দেখতে পেয়েছিলুম এই কথাটি মনে করে আমার ভারি ভাল লাগ্‌চে। এইবার এই দিক থেকে বিনয়িনী আমার হৃদয়ের খুব কাছে এসেছিলেন। এক একদিন আমার কাছে এসে তিনি যখন তাঁর প্রাণের গভীর কথাগুলি বল্‌তেন আমার ভারি তৃপ্তি হত। অন্তরে তিনি এমন একটি মুক্তি পেয়েছিলেন যে, মৃত্যু তাঁর কাছে কিছুই নয়। ভিতরে ভিতরে তিনি সংসার পার হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন তিনি বলছিলেন, এবার শান্তিনিকেতনে আসবার সময় রেল-গাড়িতে ভেদিয়ার কাছে যখন মাঠের উপর অপরাহ্ণের

সূর্য্যালোক দেখ্‌লেন তখন তিনি এক মুহূর্ত্তে তাঁর ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পেলেন। বল্লেন, এর আগে একদিনের জন্যেও পূজানুষ্ঠানে ব্যাঘাত হলে তিনি দুঃখ পেতেন, কিন্তু এবার শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর কাছে বাহ্য অনুষ্ঠান সব মিথ্যে হয়ে গেছে—আর দরকার নেই। তিনি যে একান্ত উপলব্ধির মধ্যে নিয়ত নিমগ্ন হয়ে ছিলেন তাই দেখে আমার নিজের মনের মধ্যে ভারি শান্তি বোধ হত। আমার কেমন মনে হয় যে, জীবন বন্ধনের শেষ সূত্রগুলি ছিন্ন করবার জন্যেই এবার তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন—সংসারের দায়িত্ব থেকে নিজেকে কিছুকালের জন্যেও বিচ্ছিন্ন করে যেন তিনি শেষ বিচ্ছেদের ভূমিকা রচনা করেছিলেন। অন্তরের মধ্যে গভীর শান্তি লাভ করে তবে তিনি যে সুখ দুঃখের পারে চলে গেলেন এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

পূপের কথা লিখে আমাকে লোভ দেখাও কেন বৌমা? তুমি মনে মনে জান ঐ কন্যাটি আমাকে মোহপাশে বেঁধেচে। ঐ মায়াবিনী মরীচিকার মত আমাকে ভোলায় কিন্তু আমাকে ধরা দেয় না। এম্‌নি করে' ফাঁকি দিয়ে ও আমার কাছ থেকে কেবল গান

আদায় করে। এত অল্প বয়সে ওর এমন সর্ব্বনেশে বুদ্ধি হ'ল কি করে' ? ও কেমন করে জান্‌লে কবির কাছ থেকে গান আদায় করবার এই একমাত্র উপায়—দুঃখ না দিলে ফাঁকি না দিলে বাঁশি ডাক দিতে চায় না। তুমি লিখেচ, দাদার গান ছাড়া আর কারো গান ওর পছন্দ হয় না, ও আমি কিচ্ছু বিশ্বাস করিনে। ও যদি স্বয়ম্বরা হয়, ওর দাদার গলায় মালা দেবে না সে আমি নিশ্চয় জানি। তা হোক্ না, মনে কোরো না তাই নিয়ে আমি হৃদয় বিদীর্ণ করব। আমার জন্যে মালা গাঁথাকে ভাগ্য মনে করে দেশে বিদেশে এমন সুন্দরী ঢের আছে।

আজ রাত্রে পিকিন ছেড়ে আর এক জায়গায় যাচ্চি। ৩১শে মে তারিখে সাঙ্ঘাই থেকে জাপানে যাত্রা করব। সেখানে ৪ঠা তারিখে পৌঁছব। জাপানে খুব আগ্রহ করে আমাকে ডাক্‌চে। হয় ত জুনের শেষের দিকে সেখান থেকে ছুটি পাব। তার পরে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সেই শান্তিনিকেতনের মাঠের ধারে গিয়ে সেই বারান্দায় আরাম কেদারায় গিয়ে বসব। কিন্তু আমার বাসাটি তৈরি শেষ হয়েচে ত ? এবার গিয়ে যেন আমার ঘরের মধ্যে গুছিয়ে বসতে পারি। আর বোলো ছাদে ওঠবার একটা সিঁড়ি যেন তৈরি হয়। আর উত্তর দিকে

জিনিষপত্র রাখবার যে ঘরটা তৈরি হয়েচে সেটাতে এমন করে জানলা দরজা বসাতে বোলো যাতে আমার চীন দেশী চাকর সে ঘরে বাস করতে গিয়ে হাঁপিয়ে মারা না যায়। ইতি ২০ মে ১৯২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৬)   ওঁ

বৌমা,

তোমরা ত আমাকে আটলান্টিকে ভাসিয়ে দিয়ে লণ্ডনে চলে গেলে। আমি এবার খুব ভুগেচি। সমুদ্র আশ্চর্য্য শান্ত ছিল। কিন্তু এখানে পৌঁছবার দিন সাতেক আগে বোধ হয় আমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ধরেছিল। বুকে এমন ব্যথা আর দুর্ব্বলতায় চেপে ধরেছিল যে, প্রায় মনে হত যে, এ যাত্রায় আর দেশে ফিরে যেতে পারব না। এখানে পৌঁছলে পর এরা আমাকে খুব যত্ন করেচে। এখানকার খুব নামজাদা ডাক্তার আমার চিকিৎসা করেচেন। বুকের দুর্ব্বলতার জন্যে আমাকে ডিজিটালিন্ খেতে হয়েছিল। পেরু যাওয়া ত বন্ধ হবার জো হয়েছিল। কিন্তু পেরুর লোকেরা ছাড়তে চাচ্চে না, তাই রেলপথ বাদ দিয়ে সমুদ্রপথে যাওয়া ঠিক করেচি। এখানকার একজন মহিলা আমাকে ঘরের লোকের মত যত্ন করচেন—তিনি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়েচেন। তিনি তাঁর একটা বাগানবাড়ি' আমাদের ছেড়ে

দিয়েচেন। তিনি এখানকার খুব একজন বিখ্যাত লেখিকা—অনেকদিন থেকে আমার লেখা পড়ে আমাকে বিশেষ ভক্তি করেন। মোটের উপর এখানকার সবাই আমার ভক্ত। এরা যে আমাকে কতখানি জানে আর কত চায় তা আগে কল্পনা করতেও পারতুম না। আমাদের সেই নাটকের দল এখানে আন্‌লে খুবই আদর পেত। তাদের আনবার প্রস্তাব যখন তুলেছিলুম এরা লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজি হয়েছিল। ছবির এক্‌জিবিশনের জন্যে এরা খুবই উৎসুক। বেশ দেখতে পাচ্চি দক্ষিণ আমেরিকায় আমাদের মস্ত একটা জায়গা আছে। যাতায়াতের পথ যদি দূর না হত তাহলে ভারি সুবিধা হত। তুমি ওখানে Pottery শিখচ শুনে খুব খুসি হলুম। রোটেন্‌স্টাইনের ইস্কুলে Wood Engraving শিখ্‌তে পার। কিন্তু পুপেকে নাচ শেখাবার বন্দোবস্ত কোরো। ওকে ভুলে যাবার জন্যে খুবই চেষ্টা করচি—আশা করি আরো মাস দুয়েক যদি উঠে পড়ে লাগি তাহলে কিছু পরিমাণে কৃতকার্য্য হতে পারব। ওর মায়াজাল ছিন্ন করতে সাধনার জোর চাই, আর সময়ও লাগ্‌বে। ভয় হয় যখন দেখা হবে আবার পাছে মোহপাশে পড়ি—আমার মন যে বড় দুর্ব্বল।

নীতুকে আনিয়ে নিয়ে দেখ্‌তে ভুলো না—যদি নিতান্ত সে ছুটি না পায়, তোমরা গিয়ে দেখে এসো, আর ওকে যা হয় কিছু দিয়ো।··· ডিসেম্বর ২৯শে তারিখে পেরুতে রওনা হব। পেরু রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্টের কেয়ারে আমাকে চিঠি দিয়ো।

১৯১৪] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৭)

৩ ইউনিয়ন ষ্ট্রিট
পেনাং

বৌমা,

ভেসে ভেসে চলেচি। জলে ঢেউ নেই, জাহাজে যাত্রী কম, গরম যথেষ্ট আছে। আজ পেনাঙে পৌঁচেছি। একজন মাদ্রাজীর বাড়িতে আতিথ্য নিয়েচি। আমার দলের লোকেরা সবাই সহর দেখতে গেছে—আমি একলা, শরীর ক্লান্ত, আর তন্দ্রার আবেশে ভারাক্রান্ত। এক জানলা থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্চে—আর এক জানলা দিয়ে আম নারকেল তেঁতুল বটের সবুজ সঙ্ঘ দেখ্‌তে পাচ্চি। অনেকদিন শুধু কেবল জলের নীল আর আকাশের নীলের মাঝখান দিয়ে আমার সময়স্রোত ভেসে গেচে। আজ এখানে পৃথিবীর নানা রঙের মেলার মধ্যে এসে আরাম পাচ্চি। কিন্তু ডাঙার এক মহা বিপদ অভ্যর্থনা। সে যে কি ব্যাপার না দেখ্‌লে বুঝতে পারবে না। আমার আবার এত বেশি অভ্যর্থনা সহ্য হয় না। ভেবেছিলুম পিনাঙ ছোট সহর, এখানে বেশি কিছু হাঙ্গাম হবে না—ঘাটে নেবেই ত চক্ষুস্থির। সমস্ত

সহরের লোক বোধ হয় ভেঙে পড়েছিল—বাজনদারের দল ঢাক ঢোল সানাইয়ের ধূম লাগিয়ে দিল—মালার স্তূপ আমার গলা ছাড়িয়ে মুখের অর্দ্ধেক ঢেকে দিলে; কোনো মতে নাকটা জেগে ছিল,—চষমাটা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল। যা হোক, এ সমস্ত ইতিবৃত্তান্ত বোধ করি, কালিদাসের চিঠি থেকে অনেকটা জান্‌তে পারবে। চিঠি লিখ্‌তে আমার কুঁড়েমি ধরে। তাই বলে মনে কোরো না, আমি পেট ভরে কুঁড়েমি করতে পাই। চীনের জন্যে ছটা লেকচার লিখ্‌তে হবে—তার মধ্যে দুটো লিখে ফেলেচি। জাহাজের ক্যাবিনের কোণে বিছানার উপর বসে লেখা কি কম কথা! বিশেষত অপরাহ্নের রৌদ্রে যখন ক্যাবিনের কাঠের দেয়াল তেতে উঠে দেহটাকে পাউরুটি সেঁকা করে তুলতে চায়। যাই হোক চীনে যাবার পূর্ব্বে আশা করি লেকচারগুলো চুকিয়ে দিতে পারব। না যদি পারি ত মুখে বলে কোনো-মতে গোঁজা মিলন দিয়ে কাজ সারতে পারব। বড্ড ঘুম পাচ্চে। গরমে দুরাত্রি ভাল ঘুমতে পারি নি। আজ সকালে জাহাজ এসেচে, আজ সন্ধ্যা আটটার সময় ছাড়বে। আবার পরশু দিন আর একটা বন্দরে থামবে, তারপর সিঙ্গাপুরে।—পুপের কথা মাঝে মাঝে ভাবি।

কিন্তু সে যে আমার বিরহে নিতান্ত কাতর হয়ে পড়েচে এমন মনে হয় না। তাকে 'মানে না মানা' গান শোনাবার অনেক লোক জুটবে।

১৯২৪] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৌমা,

পুপের চিঠি পেলুম। ভাগ্যি তোমরা ব্যাখ্যা করে দিয়েচ তাই ভাবার্থটা বোঝা গেল। কিন্তু ভাবার্থটা ওর আসল অর্থই নয়, ওটা বাজে কথা। ওর নাচ যেমন নিরর্থক, ওর লেখাও তেমনি, হিজিবিজির নৃত্য। এই হিজিবিজি বিদ্যায় আমারও সখ আছে, তোমরা জান। এই জন্যে ওর চিঠির ঠিকমত উত্তর আজ সকালে বসে বসে লিখেছি। আমরা যাঁর অতিথি তিনি আমার টেবিলে হঠাৎ এটা দেখে অবাক্। পাছে ভাঁজ করতে গিয়ে এটা নষ্ট হয়ে যায় সেইজন্যে তিনি এর জন্যে একটা বড় লেফাফা আনবার ব্যবস্থা করচেন। এলে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এর একটু ব্যাখ্যা করাও দরকার। গোড়ায় আমি কাগজটার উপর ওর যত আদরের নাম সব লিখ্‌লুম, পুপে, পুপু, পুপসি, মাডাম পাভ্লোভা দি সেকেণ্ড, রূপসী, উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা ইত্যাদি ইত্যাদি, তার পরে যেমন

করে আমার লেখার ভুলগুলোকে চাপা দিই তেমনি করে নানা আঁকা জোকা দিয়ে ওগুলো সম্পূর্ণ চাপা দিয়েচি। এর মর্ম্ম হচ্চে এই, ঐ আদরের নামগুলো সমস্তই ভুল, আমার মন থেকে এর সমস্তই আমি সরিয়ে ফেলবার চেষ্টায় আছি। ওর সম্বন্ধে আরো একটু আমি আলোচনা করেচি, সেটা কবিতায়— সেটাও তোমাদের কপি করে পাঠাব।

দ্বিতীয় বার পেরু যাবার আয়োজন যখন পাকা করেচি এমন সময় কাল ডাক্তার এসে আবার আমাকে পরীক্ষা করে বললেন, আমার কিছুতেই যাওয়া চলবে না, না সমুদ্রপথে, না শৈল পথে। তাতে হঠাৎ বিপদ ঘট্‌তে পারে—আমার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। তাই এখানকার আশা ছেড়ে দিয়ে য়ুরোপে পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করা গেল। জানুয়ারির ৩রা তারিখে। ইটালিয়ান জাহাজ, নাম Giulio Cesare। জেনোয়া বন্দরে পৌঁছব, জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে।

ডাক্তার বল্‌চে আমার দেহযন্ত্র কোনোটা বিকল হয় নি, কিন্তু ফতুর হয়ে গেছে। আর বেশি খরচ সইবে না। চুপচাপ করে থাক্‌লে, পুঁজি যা আছে তা নিয়ে আরো কিছুকাল চলে যাবে। ডাক্তার বলে, আমার

মুস্কিল এই যে বাইরে থেকে আমাকে দেখলে বোঝা যায় না, আমার এমন দেউলে অবস্থা। আমি নিজে অনেকদিন থেকে এটা বুঝতে পারছিলুম কিন্তু বোঝাতে পারছিলুম না। যাহোক এবার দেশে ফিরে গিয়ে অকাজের সাধনায় উঠে পড়ে লাগতে হবে। সে সব কথা মোকাবিলায় আলোচনা করা যাবে।

এতদিন পরে ডিসেম্বরের পয়লা থেকে এখানে গরম পড়েচে। আজ মেঘ করে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্চে—আবার হয় ত কিছুদিন ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস তোমাদের ওখানে ঠাণ্ডার অভাব কিছুই নেই। লণ্ডনের নবেম্বর যে কি পদার্থ তা আমি খুব জানি। ডিসেম্বরে ক্রিস্টমাসের কাছাকাছি বরফ পড়া সুরু হবে।

[বুয়েনোস এয়ারিস, ১৯২৪] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৯)

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, প্রাগে এসে বক্তৃতাগুলো চুকিয়ে দিয়েছি। আজ চেক্‌দের থিয়েটারে পোষ্ট অফিস অভিনয় হবে, সেখানে গোটাকয়েক বাঙলা কবিতা আবৃত্তি করতে অনুরোধ করেছে। বুধবারে জর্ম্মান থিয়েটারে ঐ নাটকটাই অভিনয় করবে, সেখানে চুপ করে বসে শোনা ছাড়া আমার আর কোনো কর্ত্তব্য নেই। এখানে তেমন শীত পড়েনি ; বেশ রোদ্দুরও ছিল, আজ সকাল থেকে মেঘ মেদ্দ করচে। কবে কোথায় যাব আমি তার কোনো খবর রাখিনে। যেদিন যেখানে যেতে বলে ভালোমানুষের মত সেইখানেই চলে যাই। ব্যাপারটা এতই জটিল যে ভেবে উঠতে পারিনে—হঠাৎ উত্তর থেকে একেবারে দক্ষিণ তারপরে আবার ফিরে এসে পূর্ব থেকে পশ্চিম লম্বা পাড়ি—কখনো রাত্তিরে কখনো দিনে, কখনো ভোর বেলায়, কখনো ভর্ সন্ধ্যায়। অবশেষে পঞ্চম অঙ্কের শেষ অংশে অপেক্ষা করে আছে আমার

সেই লীলমণি আর সেই লম্বা কেদারা। এখানে কার্ল্‌স্‌বাডের সহরবাসীরা আমাকে নেমন্তন্ন করেছে—তিন চারদিন সেখানে বিশ্রাম করবার জন্যে অনুরোধ। সেই অনুরোধ রক্ষা করতে গেলে হয় ত বুডাপেস্ট বাদ দেওয়া দরকার হবে—যদি তা সম্ভবপর না হয় তাহলে রেলপথে বিষম ঘোরাঘুরি করতে হবে, বিশ্রামের মজুরী পোষাবে কি না সন্দেহ। তোমরা সেই কাইজারহোফে বেশ জমিয়ে বসে আছ, নড়বার সময় মনে কষ্ট পাবে। আমি নড়া দাঁতের মত দিনরাতই নড় নড় করচি সুতরাং সম্পূর্ণ উৎপাটিত হতে পারলেই তবে নিষ্কৃতি। ইতি ১২ অক্টোবর।

[১৯২৬]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখানকার পালা শেষ হল। আজ যাব ভিয়েনায় কাল হবে বক্তৃতা—তার পরে যাব বুডাপেস্টে, সেখানে হবে বক্তৃতা। তার পরে যাব এখানকার প্রেসিডেণ্ট ম্যাসেরিকের বাড়িতে—না গেলে সবাই দুঃখিত হবে। আমার দুঃখ কেউ বোঝে না। পোলাণ্ডের বোঝা খসে গেছে— রাশিয়াটা গেলে বাঁচা যায়। একটুও ভাল লাগচে না—কোনো একটা সময় যখন কিছুই করতে হবে না মনে করলে শরীর মন পুলকিত হয়ে ওঠে। রথীর শরীরের উপর দিয়ে যে রকম আঘাত গেল তাতে আমার মনে হচ্চে রাশিয়ার মত জায়গায় লম্বা লম্বা পাল্লায় ঘোরাঘুরি করা তার পক্ষে কোনোমতেই সঙ্গত হবে না। তোমরা যদি না যেতে পার তাহলে রাশিয়ায় যেতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। এর চেয়ে তোমাদের নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে কিম্বা দক্ষিণ

ফ্রান্সে কিছুদিন বিশ্রাম করে দেশে পালানোই আমার পক্ষে শ্রেয় হবে—সেটা রথীর পক্ষেও ভালো হতে পারবে। ইতি ১৫ অক্টোবর

[প্রাগ, ১৯২৬] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২১)　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম কিন্তু কর্ম্মবন্ধন থেকে কিছুতেই ভদ্রভাবে নিষ্কৃতি পাবার উপায় দেখছিলুম না। এমন সময় ভাগ্যের দয়ায় অল্প একটু জ্বর এল, শয্যা আশ্রয় করতে হল, ডাক্তার বললে, আর না, বাস্—তবে থামতে পারলুম। এখন যাক্ পোলাণ্ড, যাক্ রাশিয়া, যাক্ বক্তৃতা। ডাক্তার বলচেন, ভারতবর্ষে যাত্রার আগে অন্তত তিন সপ্তাহ দক্ষিণ সুইজারলাণ্ড বা ফ্রান্সে খুব পেট ভরে বিশ্রাম করে নিতে। শুনে কান জুড়ালো। ভাবছি প্রথমে Villeneuveএ গিয়ে দুচার দিন থেকে অন্য কোনো সূর্য্যালোকের দেশে গিয়ে আড্ডা করব। কিন্তু রথী কি আসবে না? তার পক্ষেও ত এই রকম জায়গায় চুপচাপ থাকা ত ভালো। বর্লিনের মত জায়গায় এখন ত আবহাওয়া ভালো হবার কথা নয়। কানকে একটা চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করলে হয় না যে

তার Mentone-এর বাড়ি পাওয়া যাবে কি না। তাহলে সেখানে সকলে মিলে কিছুদিন বিশ্রাম ভোগ করে নেওয়া যায়। তোমরা কি মনে কর শীঘ্র লিখো। ডাক্তার এ সপ্তাহ এখানে আমাকে তাঁর চিকিৎসাধীন রাখবেন। হয় ত আসচে হপ্তায় ছুটি পাব।

Miss Pott এসেচে—তাকে তো ভালোই লাগ্‌চে। শুনে হয় তো ঈষৎ হাস্য করতেও পারো—কিন্তু আমার চেয়েও মানবচরিত্র সম্বন্ধে যাঁরা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তাঁরাও বোধ হচ্চে যেন সন্তোষ অনুভব করচেন। কিন্তু যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি হয় ত বল্‌বেন, এখনো বলা যায় না—আরো দীর্ঘকাল দেখলে তবে নির্ভরযোগ্য স্ট্যাটিস্টিক্স্ সংগ্রহ হতে পারে। কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিক নই তাই মনে করচি ঠিক এমন মানুষ এত সহজে এত অল্পে পাওয়া যাবে না—অতএব আপাতত দুশ্চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এ'কে কাজে লাগানো যাক্—তার পরে যখন পরিতাপের কারণ ও সময় উপস্থিত হবে তখন—তখন তোমরা যা বলবে তাই শুনব।

বাড়ির চিঠিপত্র কি কিছু আসেনি। মীরার জন্যে মনটা খারাপ আছে। যদি আগেই জাহাজ পাওয়া যায় তাহলে শীঘ্রই চলে যেতে ইচ্ছে করচে। এবারকার

মত য়ুরোপের পালা ,সাঙ্গ হল। ইতি ১৯ অক্টোবর ১৯২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, গোলেমালে দিন কাট্‌চে—মনে হচ্চে যেন বছর পাঁচেক ধরে এই কাণ্ডটা চল্‌চে। এতদিন জয়রথ হাঁকিয়ে চলেছিলুম বক্তৃতার ঘোড়া ছুটিয়ে—সহর থেকে সহরে চলেছিল টপাটপ শব্দে, সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে উঠ্‌ছিল চটাপট হাততালি। সম্প্রতি রথের চাকাটা হঠাৎ একটু বেধে গিয়েচে,—আমার শনিগ্রহ জেগে উঠেচে। ভারতবর্ষের কাগজে চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো নিয়ে কড়া মন্তব্য লিখেছিলুম—সেই লেখাটা আমেরিকা ও চীন ঘুরে হঠাৎ এখানকার হাওয়ায় এসে পৌঁচেছে—একজন ফিরিঙ্গি এডিটর এই নিয়ে মাতামাতি বাধিয়ে দিয়েছে—আসর বেশ সরগরম—আমরাও কোমর বেঁধে লড়াইয়ে লেগে গেছি—মনে হচ্চে বেশি ক্ষতি হবে না!

আজ চলেচি ইপো বলে এক জায়গায়। তার পরে পিনাঙে গিয়ে এখানকার লীলা শেষ। এখানকার বর্ণনা

করে তোমাদের খুসি করব এমন কোনো আসবাব দেখিনে। এদেশে প্রাচীনকাল কোনো দিন আসে নি— তার ইতিহাসের ছেঁড়া ঝুলি ফেলে যায় নি। কলা লক্ষ্মীর নির্ম্মাল্য অনেক খুঁজেছি, পাওয়া যাচ্চে না। এখানে বর্ত্তমান শতাব্দী হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে বন কেটে রবার গাছ পুঁৎতে লেগেছে। দেশটা ঘন সবুজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই—সর্ব্বত্র ছায়ায় আলোয় যুগল মিলন— রাস্তা দিয়ে মোটর রথে যখন চলা যায় তখন দুই চোখের অঞ্জলি ভরে সবুজ অমৃত পান করা যায়। দেশটা নারকেল গাছের বাহু তুলে কবিকে অভ্যর্থনা করেছে—এখন যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষিণা দিয়ে যদি বিদায় করে তাহলে আমিও ভরা হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করব। যাই হোক্ না, শূন্য হাতে ফিরব বলে বোধ হচ্চে না। ইতিমধ্যে আমার দলবলের বেশ পেট ভরে আহার চল্‌চে—এ সম্বন্ধে সুনীতি সর্ব্বোচ্চ উপাধি পাবার যোগ্য, সুরেন সর্ব্বাধম। সুবিখ্যাত ডুরিয়ান ফল খেয়েছি, খুব বেশি লোভনীয়ও নয় খুব হেয়ও যে তাও বলা যায় না। এখানকার পালা শেষ হবে পনেরই তারিখে, তারপরে জাভা— সেখানে আমার কোন্ গ্রহগুলি অপেক্ষা করচেন দেখা যাবে।

তোমাদের কারো কোনো খবর পাইনি, কেবল দুই শিশি ওষুধ পেয়েছি। এখানে চিঠি পাওয়া সম্বন্ধে সময়ের নিয়ম আমাদের দেশে বিয়ে বাড়িতে খাওয়ার নিয়মের মতো—মধ্যাহ্ন ভোজন বেলা একটাতেও হতে পারে, কিম্বা সন্ধ্যা পাঁচটায় কিম্বা রাত্তির দুপুরে। এই কারণে তোমাদের চিঠির আশা ত্যাগ করেই চিঠি লিখ্‌চি। ইতি ৬ অগস্ট ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৩)　　　　　ওঁ

বৌমা

সেদিন বালিতে থাকতে থাকতে ভোর রাত্রে খুব স্পষ্ট একটা স্বপ্ন দেখ্‌লুম। যেন জোড়াসাঁকোর বারান্দায় রথী গম্ভীরমুখে আমাকে এক কোণে ডেকে নিয়ে বল্‌লেন, ভাবনার বিশেষ কোনো কারণ নেই কিন্তু ডাক্তারের মতে তোমার অসুখটা আসলে Chronic influenza, শিলাইদহে তোমাকে নিয়ে আমি যদি বোটে কাটিয়ে আস্‌তে পারি তাহলে তোমার উপকার হবে। আমি বল্‌লুম, নিশ্চয় নিয়ে যাব। বলে ডাক্তারের সঙ্গে কর্ত্তব্য আলোচনা করতে লাগ্‌লুম— ডাক্তারটি বাঙালী কিন্তু তাকে চিনিনে, জেগে উঠে মনটা বড়ো উদ্বিগ্ন হল। হিসাব করে দেখলুম, এটা ভাদ্র মাস, এই সময়েই তোমার হাঁপানি বাড়বার কথা। মনে হল তোমার হয় তো হাঁপানি এবার বেশি প্রবল হয়েচে তাই এই রকম স্বপ্ন দেখ্‌লুম। যাই হোক্ এখন তো কিছু করবার নেই। ভাবচি ফিরে

গিয়ে সত্যিই তোমাকে কিছুদিন পদ্মাচরের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসব— আমার বিশ্বাস তোমার তাতে উপকার হবে। এই সব নানা চিন্তায় মনটা দেশে ফিরতে চাচ্চে। ১ অক্টোবরে এখান থেকে জাহাজ ছাড়বে তার পরে শ্যাম বর্ম্মা হয়ে ফিরতে হয় ত অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ হবে— অর্থাৎ এখনো এক মাসের উপর। ইতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, ধীরেন এখান থেকে দেশে ফিরচে। এই সঙ্গে আমাদেরও ফেরবার কথা ছিল কিন্তু কপাল খারাপ। একেবারে ঘাটে এসে আবার চললুম অন্য মুখে। ভ্রমণের শেষ দিকটার ভার বড়ো বেশি, সেইজন্যেই দুঃখ বোধ হচ্চে।

কাল সকালে পিনাঙ থেকে রেলপথে রওনা হব। সেদিন সমস্ত দিন, সমস্ত রাত, তার পর দিন সন্ধ্যার সময় ব্যাঙ্ককে পৌঁছব। সেখানে আবার নতুন পর্ব্ব। অভ্যর্থনা, মাল্যগ্রহণ, স্তব শোনা, তার জবাব দেওয়া, বক্তৃতা করা, নিমন্ত্রণ খাওয়া, রাজদর্শন, স্কুল পরিদর্শন, ছাত্রদের হিতোপদেশ দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখানকার পালা শেষ হলে আবার এই সুদীর্ঘ রেলপথ অতিক্রম করে এই পিনাঙ ঘাটে এসে এখান থেকে পাড়ি দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে। কিন্তু তখনো নিষ্কৃতি নেই। পথে আছে রেঙ্গুন, সেখানে সকলে

মালা গাঁথচে, সভা সাজাচ্চে, ডিনার চা প্রভৃতির জন্যে হাট করতে বেরিয়েচে। অন্তত তিন দিন চলবে আমাকে দলন মলন। তার পরে আমার যেটুকু অবশিষ্ট থাকবে সেইটুকু একদা এসে উত্তীর্ণ হবে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। মনে হচ্চে এক যুগ এখনো বাকি—যদি বলি তিন হপ্তা, তাহলে যেন কম করে বলা হয়, বলতে ইচ্ছে করে প্রায় বিশ লক্ষ সেকেণ্ড। এখান থেকে কোন্ জাহাজে ফেরা সম্ভবপর হবে সেই নিয়ে চিঠিপত্র লেখালেখি চল্‌চে। যদি জাপানী জাহাজ পাওয়া যায় তাহলে আরাম পাওয়া যাবে। ব্রিটিশ জাহাজে আমার মতো ব্রিটিশ সাব্‌জেক্টের কোনো সুবিধা হবে না। একটা কথা বলে রাখি, ধীরেনের মুখে সব গল্প শুনে পুরোনো করে ফেলো না। দেশে ফেরবার কল্পনার সঙ্গে গল্প করবার কল্পনা একান্ত জড়িত সে কথা মনে রেখো। ইতি ৬ অক্টোবর ১৯২৭

বাবামশায়

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখনো তোমরা মধ্যধরণী সাগরের নীল জলে ভাসচ। আর হপ্তাখানেকের মধ্যে ডাঙায় নামবে। কথা ছিল ১৭ই তারিখে অর্থাৎ আগামী কাল আমিও জাপানী জাহাজে চড়ে কলম্বো থেকে ভেসে পড়ব। বাধা ঘটল। কলকাতা থেকে যে জাহাজে কলম্বোয় যাবার কথা তার ব্যবস্থা দেখে সেটাতে চড়তে সাহস হোলো না। এণ্ড্রুজ সেই জাহাজে উঠেছিল— আধমরা হয়ে মাদ্রাজেই তাকে নেবে পড়তে হল। ওর শরীর বেশ একটু খারাপ। রেলে করে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত আমার ক্লান্ত দেহটাকে টেনে এনে আপাতত আড়িয়ারে আশ্রয় নিয়েছি। এখান থেকে কলম্বো পর্য্যন্ত যে গাড়ি যায় সেটাতে চড়তে বন্ধুবা পরামর্শ দিচ্চে না। বিশেষত এই সময়টা অসহ্য গরম। জুনের শেষ সপ্তাহের পূর্ব্বে কোনো জাহাজেই স্থান পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইতিমধ্যে নীলগিরিতে পীঠাপুরমের রাজার আতিথ্যে

কুন্নুর নামক পাহাড়ে কাটাবার কথা আছে। রাজার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পাওয়া গেছে। প্রশান্ত রাণী আমাকে সঙ্গে করে এনেছে—কুন্নুর পাহাড়েও তাদের যাবার ইচ্ছে আছে। কোডিতে যেতে পারতুম কিন্তু তার চেয়ে কুন্নুর হয়তো ভালো লাগ্‌বে। এর পরে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হলে কলম্বো যাবার রাস্তাটা অসহ্য হবে না।

জন্মদিন খুব ঘটা করেই হয়েছিল— বিশ্বভারতী সম্মিলনী ছিল নিমন্ত্রণ কর্ত্তা। ভিড় হয়েছিল কম নয়। দিনুরা আছে কালিম্পং। শুনচি সঙ্গী অভাবে তারা উভয়েই পীড়িত। মীরাকে বলেছিলুম কলম্বো পর্য্যন্ত আস্‌তে কিন্তু সে তার গাছপালা ছেড়ে আসতে রাজি হোলো না— সে আছে শান্তিনিকেতনে।

য়ুরোপে তোমরা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে জানিনে। আমারই বা গতি কোথায় হবে ঠিক ভেবে পাচ্চিনে। সুইজারল্যাণ্ডে এক কোণে লুকিয়ে লিখতে বসাই ভালো হবে। এণ্ড্রুজ আরিয়াম দুজনেই আমার সঙ্গে যাবে। য়ুরোপে গিয়ে পৌঁছবার আগে তোমাদের ঠিক খবর পাওয়া যাবে না। সেখানে কোথাও গিয়ে তোমরা ভালো আছ খবর পেলে আমি নিশ্চিন্ত হব। কি রকম আমরা অনিশ্চিত ভাবে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছি

ভালো লাগ্‌চে না। কবে যে আবার সমস্ত বেশ গুছিয়ে উঠ্‌বে তাই ভাবি। পুপু নিশ্চয় ভালোই আছে— এবার হয় তো তার শরীর মন দুইই দ্রুত বেড়ে উঠ্‌বে।

তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি

১৬ মে ১৯২৮

বাবামশায়

বৌমা, এবার য়ুরোপ যাওয়া মঞ্জুর হোলো না বলেই বোধ হচ্চে। ঠিক করেছি এখন থেকে দীর্ঘকাল সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাক্‌ব। কারো সঙ্গে কোনো কারণেই দেখা করব না, কেবল বুধবার দিনে নিজেকে প্রকাশ করা যাবে। আত্মীয়দের চিঠি ছাড়া চিঠি পড়ব না। গভীরভাবে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়ে থাকব। যদি লেখা জমে আসে তো লিখ্‌ব— যদি য়ুরোপকে কিছু বলবার থাকে তো যথা সময়ে বলব— তাড়াহুড়ো করে যা তা লিখে আপনাকে ও অন্যকে ঠকাব্‌ না।

তোমাদের জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন থাকে। কিন্তু তোমরা দুজনেই এবার ভালো রকম চিকিৎসা না করে যেন ফিরে এসো না।

পণ্ডিচেরিতে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে আমার মনে এল আমারো কিছুদিন এই রকম তপস্যার খুবই দরকার। নইলে ভিতরকার আলো ক্রমে ক্রমে কমে আস্‌বে। প্রতিদিন যা তা কাজ করে যা তা কথা বলে

মনটা বাজে আবর্জ্জনায় চাপা পড়ে যায় নিজেকে যেন দেখতেই পাইনে। কিছুকাল থেকে প্রতি রাত্রে একবার করে মনটা ভারি ছট্‌ফটিয়ে ওঠে— কে যেন কষে ঠেলা মারতে থাকে নিজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসো। তার থেকেই ভাবছিলুম হয় তো তার মানে য়ুরোপে পালানো। এখন বুঝতে পারচি হাজার লক্ষ তুচ্ছতার থেকে নিজেকে উদ্ধার করা।

পুপুমণি নিশ্চয় ভালই আছে। তোমরা ভালো আছ শুনলে নিশ্চিন্ত হব। ইতি ৩০মে ১৯২৮

বাবামশায়

ওঁ

শ্রাবস্তী
কলম্বো

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এবারে আর যাওয়া ঘটে উঠ্‌ল না। আগেকার মতো নড়ে চড়ে বেড়ানোর সামর্থ্য নেই। ঠিক করেচি শান্তিনিকেতনে অরবিন্দর মতো একেবারে সম্পূর্ণ নির্জ্জনবাস গ্রহণ করব—কেবল বুধবারে দর্শন দেব—বাজে চিঠিপত্র লেখা এবং খবরের [কাগজ] পড়া একেবারে বন্ধ। একমাত্র যার মুখ দেখে দিন কাটবে সে হচ্চে বনমালী। সুধীকেও বাদ দেওয়া চল্‌বে না—কারণ বনমালী দর্শন দেয় সুধীই কাজ করে।

আজ পাঁচই, আগামী এগারই এক ফরাসী জাহাজ ছাড়বে মাদ্রাজ অভিমুখে। সেই জাহাজে মাদ্রাজে গিয়ে কলকাতায় রওনা হব—যদি দরকার বোধ করি পথের মধ্যে ওয়াল্‌টেয়রে দুচার দিন থেকে যাব।

তোমরা বৌমা, ভালো করে চিকিৎসা না করিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো না যেন। বারে বারে তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো, সে ভালো লাগে না। কোথায়

তোমরা আছো কেমন আছো সে সব বিস্তারিত খবর পেতে আরো আরো অনেকদিন লাগবে।

এখানে এসে পুপুমণির ফুল পেলুম— ভারি মিষ্টি লাগল। সে মিষ্টি ঐ ছোট্ট মেয়েটির হৃদয়ের মধ্যে নেই, সে মিষ্টি আমারি আপন মনে। তাকে বোলো দাদামশায় তার জন্যে পথ চেয়ে রইল। ফিরে এসে যেন বাংলা ভাষায় কথা কইতে না ভোলে। ইতি

৫ জুন ১৯২৮

বাবামশায়

(২৮)　　　　　ঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা এখানকার আর পাঁচ জনের কাছ থেকেই এখানকার খবর নিশ্চয়ই পাও তাই পুরোনো খবরগুলো দিতে ইচ্ছে করে না। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই এখানে ও শ্রীনিকেতনে যে দুটো উৎসব হয়ে গেছে তার সমস্ত বিবরণ তোমরা পেয়েচ। এখানে হোলো বৃক্ষরোপণ, শ্রীনিকেতনে হোলো হলচালন। বৃক্ষরোপণের ইতিহাসটা তোমাকে লিখতে সঙ্কোচ বোধ করি—কিন্তু আমার বিশ্বাস মীরা সব কথা ফাঁস করে দিয়েচে। মীরা কাজটাকে অন্যায় বলেই আমাকে ভর্ৎসনা করেচে কিন্তু আমি ঠিক তার উল্‌টোই মনে করি। তোমার টবের বকুল গাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হোলো। পৃথিবীতে কোনো গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পারো না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল—শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন—আমি একে

একে ছটা কবিতা পড়লুম—মালা দিয়ে চন্দন দিয়ে ধূপধুনো জ্বালিয়ে তার অভ্যর্থনা হোলো। এখন সে বেশ আছে, তোমার টব থেকে তাকে ধরায় অবতীর্ণ করানো হল বলে তার খেদের লক্ষণ দেখা যাচ্চে না। তার পরে বর্ষামঙ্গল গান হোলো—আমি এই উপলক্ষ্যে ছোট একটি গল্প লিখেছিলুম সেটা পড়লুম। আমার বেশভূষা দেখলে নিশ্চয় খুসি হতে। একটা কালো রেশমের ধূতি, গায়ে লাল আঙিয়া, মাথায় কালো টুপি, কাঁধে জরি দেওয়া কালো পাড়ের কোঁচানো লম্বা চাদর। শ্রীনিকেতনের অনুষ্ঠানটাও সকলের খুব ভালো লেগেচে।

হাঙ্গেরি থেকে তোমাদের তারের খবর পেয়ে বুঝলুম আনন্দে আছ। আমার কপালে ফস্‌কে গেল। আমিও নানা জায়গায় ঘুরে এসেচি, তার মধ্যে কুন্নুরটা লেগেছিল ভালো। ইতি ৯ শ্রাবণ ১৩৩৫

বাবামশায়

(২৯)　　　　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শান্তিনিকেতনে ছিলেম আনন্দে—কখনো বা ঘন ঘোর মেঘ আর বর্ষণ, কখনো বা বৃষ্টিধোওয়া আকাশে রোদ্দুর ঝলমল করে। উপরের ঘরে সাসি নেই বলে আমি বসবার আর লেখবার ঘর করেছিলুম নীচে তোমাদের বড়ো ঘরে, আর শুতুম তোমাদের শোবার ঘরে। চমৎকার লাগত মেঘ বৃষ্টি রোদ্দুরের লীলা দেখতে। এবার একটা আস্ত গল্প লিখে ফেলেচি, সে কথা বোধ হয় আগের চিঠিতে লিখেচি। সবাই বলচে আমার সব গল্পের সেরা হয়েছে। সেইটেই মাজাঘষা করচি। কিন্তু ইতিমধ্যে ডাক্তারের উপদ্রবে আমাকে টেনে আনলে কলকাতায়—দু দিন অন্তর তার বাড়িতে গিয়ে Diathermic উত্তাপ লাগাচ্চি। বলচে দেড় মাস ধরে এই দুঃখ পেতে হবে। প্রথমে উঠেছিলেম আমার তেতালার ঘরে। কিন্তু সেবকদের সংসর্গ থেকে দূরে পড়াতে সামান্য প্রয়োজনের জন্যেও নীচে নাবতে

হোতো। সেইজন্যে বিচিত্রার ঘরে আশ্রয় নিয়েছি। তোমার boudoir এ আমার লেখবার ঘর। কল্পনা করে দেখ যেখানে বসে তুমি ছবি আঁকতে সেই ঘরে বসে আমি লিখচি। তোমার টুকিটাকি অসংখ্য জিনিষের মধ্যে একটা কিছু যদি হারায় আমাকে যেন দোষ দিয়ো না। আমি তাদের প্রতি দৃষ্টি দিইনে, নিজের কাজেই ব্যস্ত। মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব আসে প্রশান্ত আসে, বকাবকি করে। রাণী ২১০ নম্বরেই পড়ে থাকে, তাকে আবার নিরেনব্বুইয়ে ধরেচে। নানাবিধ ইন্‌জেকশন ও চিকিৎসাপত্র চল্‌চে। এ রকম ক্ষুদে ব্যামো শিগ্‌গির সারতে চায় না।

কলকাতায় খুব বৃষ্টি চল্‌চে। কাল থেকে বৃষ্টি নেমে আমাদের গলিটা দ্বিতীয় ভেনিস্ হয়ে উঠেচে— ওদিকে গলির একটা কোণের বাড়ি বৃষ্টিতে পড়ে গেছে, তারি রাবিশে কিছুকাল এ গলি দুর্গম ছিল।

আর যাই বলো, তোমার ঘরে মশা আছে, এমন কি, দিনের বেলাতেও— তাই নিয়ে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়—এইমাত্র flytox ছিটিয়ে গেল—তাতে মশারা মিনিট দশেকের জন্যে কিছু দুঃখিত থাকে, তার পরে সামলিয়ে নেয়। খবরের কাগজে পড়েছি,

হাঙ্গেরিতে উত্তাপের মাত্রা কয়েকদিনের জন্যে ভারতবর্ষকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময়টাই তোমরা ওখানে ছিলে—ফলাফলটা কী হল পরে খবর পাওয়া যাবে।

পুপুমণিকে তার বিরহী দাদামশায়ের কথাটা একটু স্মরণ করিয়ে দিয়ো। ইতি ১ অগস্ট ১৯২৮

বাবামশায়

(৩০)   ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখনো তোমাদের চিঠিপত্র আসচে সেই সময়ের প্রতি লক্ষ্য করে যে সময়টা ছিল মুকুলের আমলের। তার আশ্রয়টা বেশ আরামের ছিল। চারদিকে বাগান, মস্ত একটা পুকুর, ঘরগুলো খুব উঁচু এবং তার জানলার সঙ্গে আকাশের কোন ব্যবধান ছিল না। কেবল একদিকে বারান্দা ছিল বলে অন্যদিকে আকাশের সঙ্গে পূরো মোকাবিলা চল্‌ত—আমার সেইটে খুব ভালো লাগে। বলা বাহুল্য এখন এসেছি শান্তিনিকেতনে— মোটের উপরে এখানে শরীরটা আগের চেয়ে ভালো আছে। তার কারণ, আবার আমি এখানকার বিদ্যালয় বিভাগের কাজটা নিজের হাতে নিয়েচি। তাতে করে মনটা থাকে ভালো। শরীর মন দুইয়ে মিলে যখন ক্লান্তির ডুয়েট চালাতে থাকে তখনি মুস্কিল।

প্রথমে খুব বৃষ্টি হয়ে এখানে বিস্তর ধান হয়েছিল। তারপরে কিছুদিন বন্ধ হয়ে ধানগুলো মারা যাবার জো হল, আবার হঠাৎ দিন দুই তিন বেশ বৃষ্টি হওয়াতে ফসলের আশা হচ্চে। মোটের উপরে বাংলা দেশে এবার ফসলের অবস্থা ভালোই।

ভেবেছিলুম ছুটির সময় বোটে বেড়াতে যাব—বোট মেরামতও হচ্চে। এমন সময় খবর পেলুম আমার সেই চাইনিজ বন্ধু স্যু—যার নামে চাচক্র খোলা হয়েচে—পাঁচই সেপ্টেম্বরে বোম্বাই আসবেন। তাহলে ঠিক ছুটির মুখেই তিনি এখানে উপস্থিত হবেন। তাহলে তাঁকে নিয়ে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কিছুদিন কলকাতায় কাটাতে হবে। স্যু আসচেন বলে আমি ভারি খুসি হয়েছি— তাঁকে আমি খুব ভালোবাসি। তোমরা থাকলে বেশ হোত—ভারি ভালো লোক।

১৬ ডিসেম্বর এখানে ভাইস্‌রয় আসবেন সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও বোন। এখানে ডিনার খাবেন। তার পূর্ব্বেই তোমরা আসচ বলে আমি নিশ্চিন্ত আছি। ওঁদের একটা কিছু অভিনয় দেখাতে হবে। মনে করচি 'বসন্ত'টা তৈরি করে তোলা যাবে। সঙ্গে একটু নাচ থাক্‌লে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হবে। পুপুমণিকে আমার ভালোবাসা

দিয়ো বোলো তার জন্যে আমি অনেক ছবি এঁকে রেখেচি। ইতি ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

বাবামশায়

আন্দ্রেকে আমার ভালোবাসা দিয়ো—বোলো তারা এলে ভারি খুসি হব।

বৌমা

এ কয় দিন অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে ছিলুম। রাজা অভিনয়ের আয়োজন করতে কিছুদিন থেকে ভারি ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তার পরে অভিনয় দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে অনেক অতিথি এখানে এসেছিলেন— তাঁদের আতিথ্য নিয়েও আমার আর কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না। মেয়ে আটজন ও পুরুষ নয় দশ জন এসে-ছিলেন। মেয়েরা হেমলতা বৌমার বাড়িতে ছিলেন, পুরুষেরা শান্তিনিকেতনের দোতলায়। উমাচরণ নেই— ঘুরনকে দিয়ে এ সব কাজ ভাল চলেনা। যা হোক্ একরকম করে হয়ে গেল। পর্শু অভিনয় হতে রাত দুপুর হয়েছিল— তার পরে কাল রাত্রে মেয়েরা অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা ব্যাপার নিয়ে আমাদের জাগিয়ে রেখেছিল। আজ ভোর রাত্রে তাঁরা সব চলে গেলেন। আমাদের অভিনয়ে সুধীরঞ্জন সেজেছিল রাণী— বেশ ভাল করে তাকে সাজানো গিয়েছিল— অন্তত তার

চেহারাটা সকলের ভাল লেগেছিল— তার অভিনয়ও মন্দ হয় নি। মোটের উপর লোকদের ভালই লেগেছে। কিন্তু আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল। তোমরা সব তোমাদের ঠাকুরঝি ঠাকুরজামাইদের নিয়ে বেশ আনন্দে আছ। আমি দেখ্‌ছি আমি চলে এসেছি তবু তোমার মামাশ্বশুরের নিষ্কৃতি নেই। ঐ বাঙালটিকে দেখ্‌লেই লোকের ঠাট্টা করবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে ওঠে। বেয়ান যে রকম আবীরটা খেলেছেন, আমি থাক্‌লে বড় সহজে ছাড়া পেতুম না দেখচি— কালী মাখাবার লোক তাঁর আরো একটি বাড়ত।

এখানে জ্ঞান বেশ ভালই আছে। বোধ হচ্চে তার ভাল লেগে গেছে— সে এখন ছেলেদের মধ্যেই তার আড্ডা করে নিয়েছে।

তুমি Arabian Nights পড়চ— বেশ ভাল। ওটা পড়তে তোমার ভাল লাগ্‌বে— এই রকম পড়তে পড়তেই তোমার ইংরেজি শেখা হয়ে যাবে। মেমের জঞ্জাল ঘুচে গিয়ে বোধহয় আরাম পেয়েছ।

আমি সম্ভবত আস্‌চে রবি কিম্বা সোমবারে দু চার দিনের জন্যে কল্‌কাতায় যাব একটু কাজ আছে। তোমাদের আলু এবং টোমাটো আমাকে মিথ্যা পাঠিয়ে

দেবে— যখন ছুটির সময় তোমাদের কাছে যাব তখন খাওয়া যাবে।

শান্তির পড়াশুনা নিয়মমত চল্‌চে ত? তার শরীর ওখানে কেমন আছে? শান্তিকে বাড়িতে রেখে না পড়িয়ে এবার ছুটির পরে তাকে এখানেই পড়তে পাঠান উচিত হবে।

বেয়ানকে আমার সাদর নমস্কার জানিয়ো।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩২)　　　　　　　　　　　　P & O. S. N. Co.

S. S.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার জন্যে জলপাত্রের নমুনা আঁকছিলুম। আগে যেটা এঁকেছিলুম সেটা পাঠাই। কিন্তু দেখলুম সেটা গড়িয়ে পড়বে। তাই এই কাগজে অন্য রকম করে আঁকলুম। কোনটা তোমার পছন্দ? যদি এই নমুনায় তৈরি করাতে হয় তাহলে রূপোর গায়ে কালো মিনের দাগ লাগানো দরকার হবে। আমাকে হংকঙের ভারতীয়েরা একটা রূপোর বাক্সে ৮০০ টাকা উপহার দিয়েছে, সেই বাক্সটা একদা তোমার ঘরেই পৌঁছবে। যদিও টাকাটা বিশ্বভারতীর। সেই বাক্স পান সুপারি প্রভৃতি দেবার পক্ষে বেশ।

আজ সাংহাই পৌঁছব। খুব শীত। ভেবে দেখ আজ ৩রা চৈত্র, তোমাদের ওখানে নিশ্চয় গরমে জগৎ হাঁপিয়ে উঠচে। পুপের ভালো লাগচে না। তাকে যদি নিয়ে আসতে তার গাল লাল হয়ে উঠত। সমুদ্রও বরাবর খুব শান্ত ছিল, তোমাদের কোনো কষ্ট হত না।

পাঁজিতে দেখলুম ১১ই চৈত্রে দোলপূর্ণিমা। আর তো দেরি নেই—এবারে তোমাদের উৎসব থেকে বঞ্চিত হলুম। তোমরা কি কিছু অভিনয়ের চেষ্টা করচ? নতুন মেয়েদের নিয়ে নটীর পূজা যদি করতে পার ত বেশ ভালো হয়। রাজা ও রাণী অভিনয় কি তোমরা দেখেচ? আমার আপশোষ হচ্চে ওটা আমরা করতে পারলুম না। সংশোধিত বই এক কপি যদি পাই তাহলে তর্জ্জমা করে দিই, নিশ্চয় কাজে লাগ্‌বে।

শান্তিনিকেতনের মেয়েদের দেখবার কর্ত্তৃত্ব তোমরা যদি নিতে পার তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই। খুবই দরকার আছে। ইতি ৩ চৈত্র ১৩৩৫

বাবামশায়

(৩৩)

P & O. S. N. Co.
S. S.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, কাল রাত্তিরে জাহাজ কোবে বন্দরে এসে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে ছিল আজ সকালে এইমাত্র ঘাটের অভিমুখে চলেচে। আর দেরি নেই, বিষম গোলমাল ভিড়ের মধ্যে পড়ব। অপূর্ব্ব ভার করেচে সে কোবেতেই আছে— ঘাটে এলেই জাহাজে আসবে। তারপরে— যাই তৈরি হয়ে নিইগে। শীত যথেষ্ট— এরা একে বলে বসন্তকাল— আমাদের পৌষ মাসকে হারিয়ে দেয়। পুনর্জ্জন্ম যদি হয় বাঙলা দেশই ভালো—যদিও— থাক্ সে সব কথায় কাজ নেই। ইতি ১০ চৈত্র ১৩৩৫

বাবামশায়

ওঁ

বৌমা

সুমিত্রা সংশোধন পরিমার্জ্জন শেষ করে কাল পড়ে শোনালুম। লোকে ভালো বল্‌চে বলা বাহুল্য। কিন্তু ধাঁ করে অভিনয় হতে পারবে এ আশা করতে পারিনে। অজিন বিক্রমের পার্ট পারবে না। কে পারবে? লোক কোথায় পাব? এই তর্ক চল্‌চে।

আমাকে আরো দু চারদিন এখানে ধরে রাখবে। প্রথম অনুনয় হচ্চে রাণীর--দ্বিতীয়, আমার বই ছাপার ব্যবস্থা। মহুয়া এবং সহজ পাঠ। ইতিমধ্যে রথী এখানে আসবে এমন একটা কথা শুনচি। যদি অভিনয়ের কোনো সুব্যবস্থা সে করতে পারে চেষ্টা করে দেখুক।

সেই আমার কাঠের Seal গুলো—মহুয়ার এবং আমার bookplate এর, কালীর pad শুদ্ধ কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো। ওকুরাকে বই পাঠাব তাতে ছাপ মারতে হবে।

আশা করি হারা-সান সিঙাড়া কচুরি খাজাগজার অনুশীলনে আমার অনুপস্থিতির দুঃখ ভুলেচে।

ভয়ঙ্কর মশা—দিনের বেলাও নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু তাদের কামড়ের জ্বালা বীরভূমের মশার চেয়ে অনেক কম।

আজ দিনুরা আসবে শুনচি। ইতি ৩ ভাদ্র ১৩৩৬

বাবামশায়

এই কাটা গানটিও আছে চিঠির এক পাশে :

দিনের পরে দিন যে গেল আঁধার ঘরে
তোমার আসনখানি দেখে মন যে কেমন করে
ওগো বঁধু আমার সাজি
মঞ্জরীতে ভরল আজি
ব্যথার হারে গাঁথব তারে রাখব চরণ পরে।

(৩৫)　　　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বক্তৃতা দিতে দিতে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েচি রাজধানীতে। আছি আর্য্যভবনে। এতদিন ছিলুম আতিথ্য আদর অভ্যর্থনার ভিড়ের মধ্যে—সর্ব্বদাই ঘেঁষাঘেষি—নব পরিচিতের দৃষ্টির সম্মুখে। এখানে অসংখ্য অপরিচিতের নির্জ্জনতায় আরাম বোধ করচি। এ বাড়িটা বেশ রীতিমত ভালো, আরামের, কোনো নোংরামি বা বিশৃঙ্খলতা নেই। একমাত্র অসুবিধা এই যে এখানে অরবিন্দের আসবার কোনো বাধা নেই। আহারটা সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী দস্তুরের। উপকরণ খাঁটি, রান্নাও ভালো। লোকেরা ভদ্র ও আতিথেয়। কিছু কিছু নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের সূচনা হয়েচে। আজ রাত্রে আগা খাঁয়ের হোটেলে ডিনার। খুব আমিরী হোটেল, কেবলমাত্র ওমরাওদের অধিকার সেখানে। বামনজি এই কথাটা খুব জোরের সঙ্গে আমার কর্ণগোচর করেচে। আমি ভয়ে সম্ভ্রমে অভিভূত। এত বড়ো সম্মান জীবনে

ক'বারই ঘটে। কাল রাত্রে রোটেনস্টাইন গৃহিণীর আমন্ত্রণ। তারপরে অদৃষ্টে আরো কত সম্মান সমারোহ আছে জানিনে। ৩রা জুনে পেন্ ক্লাব। ৫ই জুনে বার্ম্মিংহাম্ আর্টিষ্ট দরবারে আমার অভ্যর্থনা। তার পর দিনে লেনার্ডের ওখানে। তার পরে কোন্ নাগাদ তোমাদের বাসায় ভিড়তে পারব সেইখানেই সেটা স্থির হবে। মোট কথা একেবারে হয়রান হয়ে গেছি। কয়দিন আগে ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছিলুন—আজো তার দুর্ব্বলতার বোঝা পিঠের উপর চেপে বসে আছে। কোথাও এক কোণে হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারলে বাঁচি। জগতের হিত করতে আর ইচ্ছা করচে না। নীলমণির সাহচর্য্যে উদয়নের উদ্ধলোকে উত্তীর্ণ হবার বাসনা মনে বেদনা আনয়ন করচে। ইতি ১ জুন ১৯৩০

বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। দিনের পর দিন। সবাই বল্‌চে এমন কাণ্ড হয় না কখনো। আমি মনে মনে ভাবচি এটা আমারি কীর্ত্তি। আমি বর্ষার কবি। শ্রাবণমাসে বর্ষামঙ্গল আমার পিছনে পিছনে সমুদ্রপার হয়ে এসে হাজির। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তেই হবে, "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে" এ কবিতাটা ঠিক খাটচে না। হৃদয় নাচ্‌চে না—দমে আছে। আরো দমেচে যেহেতু এণ্ড্রুজ এসে উৎপাত আরম্ভ করেচে। তার মতে চল্‌তে হবে। আমি প্রমাণ করতে চাচ্চি যে আমি নাবালক নই। যাকগে— আগামী মঙ্গলবারে যাব জেনিভায়। সেখানে আর এক পালা। শুনচি আয়োজন করেচে খুব বড়ো রকমের। আদর অভ্যর্থনার অভাব হবে না। কিন্তু সেখানে নানাবিধ শ্রেণীর মানুষ আছে—তার মধ্যে আছে আমার স্বদেশের লোক।

এখানকার ন্যাশনাল গ্যালারিতে আমার পাঁচখানা

ছবি নিয়েচে শুনেচ। তার মানে তারা পৌঁচেচে ছবির অমরাবতীতে। ওরা দামের জন্যে ভাবছিল—টাকা নেই কী করবে। আমি লিখে দিয়েছি যে আমি জর্ম্মানিকে দান করলুম দাম চাইনে। ভারি খুসি হয়েচে। আরো অনেক জায়গা থেকে একজিবিশনের জন্যে আবেদন আসচে। একটা এসেচে স্পেন থেকে— তারা চায় নবেম্বরে। ভিয়েনা চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যে পোটো সেই নামটাই ছড়িয়ে পড়চে কবি নামকে ছাপিয়ে। থেকে থেকে মনে আসচে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে, শালবনের ছায়ায় খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ —খাড়া দাঁড়িয়ে, তারি পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েচে আমার দেয়ালের উপর, —জামের ডালে বসে ঘুঘু ডাকচে সমস্ত দুপুর বেলা; নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়া-বীথি চলে গেছে—কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেচে, জারুল পলাশ মাদারে চলেচে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুরি দুলচে হাওয়ায়; অশথ গাছের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ করচে— আমার জানলার কাছ পর্য্যন্ত উঠেচে চামেলি লতা।

নদীতে নেবেচে একটি ছোট ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো, তারি এক পাশে একটি চাঁপার গাছ। একটির বেশি ঘর নেই। শোবার খাট দেয়ালের গহ্বরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়। ঘরে একটিমাত্র আছে আরাম কেদারা— মেঝেতে ঘন লাল রঙের জাজিম পাতা, দেয়াল বসন্তী রঙের, তাতে ঘোর কালো রেখার পাড় আঁকা। ঘরের পূবদিকে একটুখানি বারান্দা, সূর্য্যোদয়ের আগেই সেইখানে চুপ করে গিয়ে বসব, আর খাবার সময় হলে লীলমণি সেইখানে খাবার এনে দেবে। একজন কেউ থাক্‌বে যার গলা খুব মিষ্টি, যে আপন মনে গান গাইতে ভালোবাসে। পাশের কুটীরে তার বাসা— যখন খুসি সে গান করবে, আমার ঘরের থেকে শুন্‌তে পাব। তার স্বামী ভালোমানুষ এবং বুদ্ধিমান, আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, অবকাশ কালে সাহিত্য আলোচনা করে, এবং ঠাট্টা করলে ঠাট্টা বুঝতে পারে এবং যথোচিত হাসে। নদীর উপরে ছুটি সাঁকো থাকবে—নাম দিতে পারব জোড়াসাঁকো—সেই সাঁকোর ছুই প্রান্ত বেয়ে, জুঁই বেল রজনীগন্ধা রক্তকরবী। নদীর মাঝে মাঝে গভীর জল, সেইখানে ভাস্‌চে রাজহাঁস আর ঢালু নদীতটে চরে বেড়াচ্চে আমার পাটল রঙের গাই গোরু, তার বাছুর

নিয়ে। শাকসবজির ক্ষেত আছে, বিঘে দুইয়েক জমিতে ধানও কিছু হয়। খাওয়া দাওয়া নিরামিষ, ঘরে তোলা মাখন দই ছানা ক্ষীর, কুকারে যা রাঁধা যেতে পারে তাই যথেষ্ট— রান্নাঘর নেই। থাক্ এই পর্য্যন্ত। বাইরের দিকে চেয়ে মনে পড়চে আছি বর্লিনে—বড়ো লোক সেজে—বড়ো কথা বল্‌তে হবে—বড়ো খ্যাতির বোঝা বয়ে চল্‌তে হবে দিনের পর দিন—জগৎ জোড়া সব সমস্যা রয়েচে তর্জ্জনী তুলে, তার জবাব চাই। ওদিকে ভারতসাগরের তীরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্বভারতী— তার অনেক দাবী, অনেক দায়—ভিক্ষা করতে হবে দেশে দেশান্তরে। অতএব থাক্ আমার স্টুডিয়ো। কত দিনই বা বাঁচব— ইতিমধ্যে কর্ত্তব্য করতে করতে ঘোরা যাক্—রেলে চড়ে, মোটরে চড়ে, জাহাজে চড়ে, ব্যোমযানে চড়ে—সভ্যভব্য হয়ে। অতএব আর সময় নেই। ইতি ১৮ অগষ্ট ১৯৩০

বাবামশায়

(৩৭) ওঁ ১১৭২ পার্ক এভেনিউ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা আজ রাত্রে একটা ভোজ আছে। পাঁচ শো লোক মিলে আমাকে অভ্যর্থনা করবে। এটা যে আমার পক্ষে কত বড়ো পীড়া তা কেউ বুঝবে না। খ্যাতির আড়ম্বরে অনেকখানি মস্‌লা থাকে যা কেবলমাত্র ওজন বাড়াবার জন্যে কিন্তু সেইটের বোঝা বড়ো অসহ্য। এই দেশে সব জিনিষকেই আয়তনে বড়ো করে তোলবার একটা ভয়ঙ্কর নেশা আছে—যে কেউ যে কোনো কাজ করতে চায় আতিশয্যের যন্ত্র সঙ্গে রাখে—তাকে বলে পাব্লিসিটি। তাতে কেবলি আওয়াজ বড়ো করে, আকার বড়ো করে, চীৎকার ক'রে বল্‌তে থাকে আমার দিকে চেয়ে দেখো। হাজার হাজার লোকে এই রকম চীৎকার করচে। হায়রে, এর মাঝখানে আমি কেন? কি পাপ করেছিলুম? বিশ্বভারতী? প্রায়শ্চিত্ত করে বিদায় নিতে পারলে বাঁচি। প্রতি পদে মনে হচ্চে সত্যকে

মিথ্যে করে তুলচি—সেই মিথ্যের বোঝা কি ভয়ঙ্কর। নিজেকে অত্যন্ত সহজ করে বাজে সাজ সরঞ্জাম সব ফেলে দিয়ে হাল্‌কা হয়ে বসব কবে সেই কথাটাই দিনরাত্রি ভাবচি। লিখব পড়ব ছবি আঁকব আমার কাঁকর-বিছানো বাগানে সকালে বিকালে একটু পায়চারি করে আসব—তার পরে জানলার ধারে একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে খোলা আকাশে রঙীন মেঘের সঙ্গে আমার রঙীন কল্পনাব মিলন ঘটাব—ইত্যাদি ইত্যাদি কত কি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মস্ত বড়ো প্রফেট, ফিলজফার এই বাজে কথাটা সম্পূর্ণ লোপ করা আর সম্ভব নয়। সুতরাং দেশ বিদেশ থেকে চিঠি আসবে আগন্তুকের দল আসবে, নানা প্রশ্নের নানা জবাব দিতে হবে—তবু তার মধ্যে থেকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা বাঁচাতে পারলে সেইখানে আমার চিত্রশালা খুলব—দর্শনার্থীর মধ্যে কখনো কখনো পুপু আসবে—তাকে বোধ হয় বাঘের গল্প বলে ভোলানো আর সম্ভব হবে না—গল্পের চেহারা বদল করব—সুবিধে এই যে সে আমার কাছ থেকে ফিলজফি দাবী করবে না।—২৭ তারিখে ব্রেমেন জাহাজে এখান থেকে দৌড় দেব। তার আগে একবার কানাডায় যাব। য়ুরোপ থেকে

জাপানী জাহাজে যাত্রা করবার চেষ্টায় রইলুম। ইতি
২৫ নবেম্বর ১৯৩০

বাবামশায়

অমিতার চিঠিখানা তাকে পাঠিয়ে দিয়ো।

ওঁ

কল্যানীয়াসু

বৌমা, পাছে তোমরা ভয় পাও তাই আমি নিজের হাতে তোমাদের চিঠি লিখচি। আমার অবস্থা যে পূর্ব্বের চেয়ে খারাপ তা নয়। সেই রকমই। তবে কি না ডাক্তার বলচে এটা ভালোরকমের অবস্থা নয়। অর্থাৎ পূর্ব্বেও ভালো ছিল না এখনো ভালো নয়। এখানকার একজন সব-সেরা হৃদ্‌রোগতত্ত্বজ্ঞ আমাকে দেখতে এসেছিলেন। উলটিয়ে পালটিয়ে নানা রকম ঠোকাঠুকি করে তিনি খুব জোর্‌সে বল্‌লেন, সব রকম এন্‌গেজমেন্ট এখনি বন্ধ করে দিয়ে অন্তত নবেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ এদেশ থেকে দৌড় দিতে হবে। ডাক্তার রোজ দুবার করে আমাকে দেখ্‌তে আসেন। কিছু ওষুধ দিয়েচেন তাতে আমি উপকারও পেয়েছি। কিন্তু বক্তৃতাদি বন্ধ। তাঁর উপদেশ এই, দেশে ফিরে গিয়ে ভালোমানুষের মত অত্যন্ত চুপচাপ করে দিন কাটাতে হবে। আমিও তো দৌড়ধাপ করতে চাইনে—

বিশ্বভারতীর ভূতে আমাকে দৌড় করায়। সেই ভূতটাকে ঝাড়াবার জন্যেই এত কষ্ট করে এদেশে আমার আসা। এইমাত্র এখানকার কোয়েকার সমাজের প্রধানবর্গ এখানে এসেছিলেন। তাঁরা আমাদের ভাষায় যাকে বলে মুক্তকণ্ঠ— অর্থাৎ সাদা ভাষায়, খুব দরাজ গলা করেই বল্‌লেন টাকার জন্যে এবার আমাকে ভাবতে হবে না। দৈন্য আমাদের দূর হবেই একথা পাকা। অতএব জীবনের বাকি কয়েকদিন আর পরের দ্বারে হাঁটাহাঁটি করার প্রয়োজন ঘুচল। একটা ইজিচেয়ার, একটা ইজ‌্‌ল্ আর একটা স্টুডিয়ো এবং খানকয়েক বই—আর এ ছাড়া লীলমণি, এহলেই আমার দিন কাটবে—ময়ুরাক্ষী নদীটা বোধ হচ্চে যেন সম্ভবপরতার পরপারে।

তারপরে ছবির কথাটা বলে রাখি। আরিয়াম হলেন তার উদ্যোগী। বস্‌টনে কাজ সুরু হয়েচে। সেও দেখি মুক্তকণ্ঠ—অর্থাৎ সেও দরাজ গলায় বল্‌চে, ছবি কসে বিক্রি হবে। লোকে খুসি, এবং যাকে বলে বিস্মিত। তা ছাড়া বোধ হয় এও ভাবচে এ মানুষটার কি জানি কখন্ কি হয়, এর পরে ছবিগুলোর দাম বাড়বে। যাই হোক ভাবগতিক দেখে আরিয়াম ঠিক

করে রেখেচে বস্টনে এবং নিউইয়র্কে ছবি সমস্ত বিকিয়ে যাবে। আমারও সেটা অসম্ভব বোধ হচ্চে না—কারণ আমার সম্বন্ধে এখানকার লোকেরা সত্য সত্যই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেচে।

যদি বিক্রি হয় তা হলে কিছু মোটা গোছের টাকা হাতে আসবে। এই টাকাটা সমস্তই যেন তোমাদের ধার শোধের জন্যেই ব্যবহার হয়। আর কিছুরই জন্যে নয়। তোমাদের ঋণের চিন্তা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত কাবু করে রেখেচে। তোমাদের বৈষয়িক ব্যাপারে একটুও হাত দিতে চাইনে বলেই নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিলুম। অথচ বুঝতে পারছিলুম রথীর শরীর ভেঙে যাবার অন্যতম কারণ এই দুশ্চিন্তা। আমার ছবি বিক্রি করে এই দায় ঘোচাব বলে একান্ত আশা করেছিলুম। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারটা ক্রমে আমার প্রত্যয়গোচর হয়েচে যে, আমার ছবির দাম আছে এবং সে দাম বাড়বে। আজ হোক কাল হোক এই ছবি থেকে ঋণ শোধ হবেই। তার পরে— তারপরে কি সে কথা বলি।

ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েচে। দেনাশোধের ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ

করতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরীব চাষী প্রজাদের পরে যেন আর চাপাতে না হয়। এ কথা আমার অনেকদিনের পুরোনো কথা। বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম আমাদের জমিদারী যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারী হয়— আমরা যেন ট্রস্টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক পোষাক দাবী করতে পারব কিন্তু সে ওদেরি অংশিদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম জমিদারী রথ সে রাস্তায় গেল না—তার পরে যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল তখন মনের থেকেও সঙ্কল্প সরাতে হল। এতে করে দুঃখ বোধ করেচি—কোনো কথা বলিনি। এবার যদি দেনা শোধ হয় তাহলে আর একবার আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করব।

আমি যা বহুকাল ধ্যান করেচি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে। আমি পারিনি বলে দুঃখ হোল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে। অল্প বয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক, সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি। নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেককালের বেদনা রয়ে গেচে। মৃত্যুর

আগে সেদিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না?

আমার বয়স সত্তর হয়ে এল। আজ ত্রিশ বছর ধরে যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করেচি আজ হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ভিং পাকা হবে। ছবি কোনো দিন আঁকি নি, আঁকব বলে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিনি। হঠাৎ বছর দুই তিনের মধ্যে হুহু করে এঁকে ফেল্‌লুম আর এখানকার ওস্তাদরা বাহবা দিলে। বিক্রিও যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। এর মানে কি? জীবনগ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এল তখন অভূতপূর্ব্ব উপায়ে আমার জীবনদেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেন। আমার Religion of Manও সেই পরিশিষ্টেরই অঙ্গ। জীবনে যা কিছু সুরু করেছি তা সারা করে যেতে হবে। কোনোটা বাকি থাকবে না।

এই পরিশিষ্টের শেষ অংশে ধনীর পোষাক আমাদের ছাড়তে হবে নইলে লজ্জা ঘুচবে না। আমার ভাগ্যবিধাতার আশ্চর্য্য বিধান এই যে এখন থেকে শেষ পর্য্যন্ত নিজের জীবিকা নিজের চেষ্টায় উপার্জ্জন করতে পারব। এদেশ থেকে রঙীন কালী আর ছবির কাগজ নিয়ে যাব—তার পরে ভরসা করচি আমার ছবি আঁকা

নিরর্থক হবে না। দেশের লোকে আমাকে বিশেষ কিছু দেয় নি ভালোই হয়েচে—নিন্দা অনেক সয়েচি সেও ভালো হয়েচে। সুদীর্ঘ নিঃসঙ্গ দুঃখের পথ মনে হচ্চে যেন আজ সফলতায় উত্তীর্ণ হবে—স্বদেশের কাছে অনেক আশা করে বঞ্চিত হয়েচি, বন্ধুরাও পদে পদে প্রতিকূলতা করেচে—কিন্তু কিছু ক্ষতি হয় নি—বরঞ্চ তাদের আনুকূল্যই হয় তো আমার সইত না। ইতি

[১৯৩০] বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এরিয়ামের চিঠিতে সব খবর পাচ্চ জেনে লেখা সম্বন্ধে পরিপূর্ণমাত্রায় কুঁড়েমি করচি। বস্তুত আজকাল আমার লেখার স্রোত একেবারে বন্ধ। ছুটি যখন পাই ছবি আঁকি—যারা সমজদার তারা বলে এই হাল আমলের ছবিগুলো সেরা দরের। একটু একটু বুঝতে পারচি এরা কাকে বলে ভালো, কেন বলে ভালো। তুমি যে একদা বলেছিলে আমার ছবিগুলো ভালো জাতের, সে কথাটার পরখ হয়ে গেল, এরাও তাই বলচে— শুনে আশ্চর্য্য ঠেকচে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া যদি না থাকৃত তাহলে ছবি ভালোই হোক্ মন্দই হোক কারো চোখ পড়ত না। একদিন রথী ভেবেছিল ঘর পেলেই ছবির প্রদর্শনী আপনিই ঘটে—অত্যন্ত ভুল। এর এত কাঠখড় আছে যে সে আমাদের পক্ষে অসাধ্য —আন্দ্রের পক্ষেও। খরচ কম হয়নি—তিন চারশো পাউণ্ড হবে। ভিক্টোরিয়া অবাধে টাকা ছড়াচ্চে। এখানকার

সমস্ত বড়ো বড়ো গুণীজ্ঞানীদের ও জানে—ডাক দিলেই তারা আসে। Comtesse de Noaillesও উৎসাহের সঙ্গে লেগেচে—এমনি করে দেখতে দেখতে চারদিক সরগরম করে তুলেচে। আজ বিকেলে প্রথমে দ্বারোদ্ঘাটন হবে—তারপরে কি হয় সেইটেই দ্রষ্টব্য। যাই হোক্, এখানকার পালা সাঙ্গ হলে ছবিগুলো ঘাড়ে করে কী করতে হবে ভেবে পাইনে। ডাল বলচে জুনে স্টকহল্‌মে একবার যাচাই করা যাবে সেখানেও একটা সোরগোল হতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে? বার্লিনে কে দায় নেবে? দায় কম নয়। লণ্ডন ছবি দেখাবার পক্ষে খারাপ জায়গা নয় এই কথা সকলে বলচে—অতএব ছবিগুলো আমার সঙ্গে সেখানে নিয়ে যাওয়া মন্দ পরামর্শ নয়। প্যারিসে যদি ঠিক সুর লাগে তাহলে সব জায়গাতেই তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে। ভিক্টোরিয়া ছবি বিক্রির কথা বলছিল—বোধ হয় এই উপলক্ষ্যে নিজে কিনে নেবার ইচ্ছে। আমি বলেচি এখন বেচবার কথা বন্ধ থাক্। আর যাই হোক আমার ছবি দেশে ফিরতে দেব না—অযোগ্য লোকের হাতে অবমাননা অসহ্য।

রথীর জন্যে উদ্বিগ্ন আছি। ওখানে যদি যথেষ্ট

উপকার না হয় তাহলে কী করবে? একবার কি ভিয়েনাতে চেষ্টা দেখবে? আমার বোধ হচ্চে রথীকে কোনো ভালো জায়গায় প্রায় বছর খানেক রাখা দরকার হবে। সেই রকম বন্দোবস্ত করা ভালো। Kali Phos এবং Natrum Phos যদি ও অনেকদিন প্রত্যহ খায় তবে আমার বিশ্বাস উপকার পাবে। তোমার নিজের শরীর আশা করি ভালো। আমাকে নিরতিশয় ক্লান্ত করেচে। ভিক্টোরিয়া স্থির করেচে এখানকার একজন বড়ো ডাক্তারকে দিয়ে আমার পরীক্ষা করাবেন। শরীর তো একরকম করে চল্‌চে কিন্তু যে পরিমাণে প্রত্যহ চুল উঠ্‌চে তাতে আন্দাজ দেশে ছবিও যদি না ফেরে চুলও ফিরবে [না]। এখানে আসবার সময় নারকেল তেলের শিশিটাকে [ফেলে এসে] ভালো করিনি ওটা চুলের পক্ষে ভালো।

ভিক্টোরিয়ার আমেরিকায় যাবার তাড়া। কেবল আমার এই ছবির জন্যেই আছে। কিন্তু আর বেশি দিন থাকবে না। এই মাসের ৭ই ৮ই যাবে। তার পরেই আমার ইংলণ্ডের পালা আরম্ভ হবে। সে আবার সম্পূর্ণ একটা নতুন অধ্যায়। এণ্ড্রুজের বিশ্বাস লেকচারটাতেও একটা রব উঠ্‌বে। কিন্তু ওতে আমার মন নেই।

পুপুকে আমার জোব্বার মধ্যে আচ্ছন্ন করবার যে কাজ পেয়েছিলুম সেটা বন্ধ হওয়াতে আমার জোব্বা-গুলো হতাশ হয়ে ঝুলে পড়েচে। কিন্তু তা ছাড়া আর একটা কারণ আছে, আমার অধিকাংশ জোব্বার বোতাম ও তার বন্ধনীতে সামঞ্জস্য নেই সুতরাং সেগুলো বহন করি বাক্সে, দেহে নয়। সুহৃৎ কেমন আছে— ওখানে ভালো পাঁউরুটি ও ফ্রোমাজের অভাব হবে না কিন্তু তার দ্বারাতেই কি সকল অভাব দূর হতে পারবে?

[১৯৩০] বাবামশায়

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, পাড়া গাঁ আমার ভালো লাগে কিন্তু নিজের কোণটুকু আমার আরো ভালো লাগে। নিজের জগৎ নিজের হাতে বানিয়ে তার মধ্যেই বাস করা আমার বরাবরকার অভ্যাস সেইজন্যে সম্পূর্ণ অখণ্ড অবকাশ না পেলে দুই একদিনেই হাঁপিয়ে পড়ি। আদর যত্ন সেবা ভালো লাগে না তা নয়---কিন্তু তাতেও জায়গা জোড়ে, মন বাধা পায়। তাই শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার জন্যে মন উতলা হয়ে উঠেচে। , কালই অপরাহ্ণু চারটের গাড়িতে দৌড় দেব। প্রতাপকে নিতান্তই দরকার আছে বলে মনে করিনে—বনমালীর সঙ্গে মোবারককে জুড়ে দিলে আমার সংসারে তো বিশেষ অভাব থাকে না। তোমাদের ওখানে প্রতাপকে না হলে তোমাদের কষ্ট হবে---ওকে সেখানে রেখে দিলে আমি খুসি হতুম এবং নিশ্চিন্ত হতুম। যদি ইচ্ছে করো ওকে পাঠিয়ে দিতে পারি— নিশ্চয় জেনো আমার শিকি পয়সার

অসুবিধা হবে না। আমি গরমকে ভয় করিনে, মশাকে ভয় করি—তাকে পরাস্ত করবার যতরকম পরীক্ষা সম্ভব, করে দেখব—তার ফলে হয় তো বিশ্বের একটা হিত-সাধন হতেও পারে। অমূল্যবাবু এসেছিলেন—আলো পাখার যন্ত্র রওনা হয়ে গেছে, দাম চুকিয়ে দিয়েছি। তাঁকে ধরেছি আমাদের জল দান করতে—শীঘ্র যাবেন বলেচেন। যতদিন পারো দার্জ্জিলিঙে থেকো, একেবারে অক্টোবরে এলে ভালো হয়। পুপুকে বোলো সে চলে যাবার পর থেকে পুষ্প আমার কাছেও ঘেঁষে না, তাই সম্পূর্ণ একলা পড়ে গেছি। আপাতত বনমালী ছাড়া আমার আর গতি নেই। ইতি ৩ এপ্রেল ১৯৩১

বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা— পারস্যকে ছাড়াবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু পারস্য কিছুতেই ছাড়ল না। মরিয়া হয়ে বললে শরীরে দুর্ব্বলতা যদি থাকে ভালো ডাক্তার সঙ্গে এনো সমস্ত খরচ রাজা দেবেন।

মঙ্গলবার অর্থাৎ পর্শু রাত্রে বর্দ্ধমান থেকে বেরোব। সঙ্গে স্কুলের ডাক্তার এবং অমিয়র বদলে ধীরেন। অমিয় এখন পুরীতে বিদায় নিতে গেছে। কিন্তু সে আমার দেখাশোনা করতে পারবে না— সেটা তার ধাতে নেই।...ধীরেনের বুদ্ধিও আছে পটুতাও আছে। যাই হোক সব ঠিক হয়ে গেছে।

পুপুমণির চিঠিতে একটা গল্পের ভূমিকা করেছিলুম এমন কি নায়কের এবং পাল্লারামের ছবিও এঁকেছি। ও যদি একটুও ঔৎসুক্য প্রকাশ করত তবে এতদিনে এ গল্প অনেকটা দূর এগোত।

তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছ। যতদিন পারো

থেকো— বর্ষার আরম্ভেই নেমে এসো না। এখানে এ বছর বৃষ্টিবাদল হয়ে ঠাণ্ডাই চলেচে— গাছপালা মাঠঘাট এখনো সরস সবুজ।

কাপড়চোপড় গোছানোগাছানোর ধূম চলচে।

হুটুদের বিয়ে দেখতে দেখতে পুরোনো হয়ে গেছে— এখন গোরার বিয়েটা না হলে ভালো লাগচে না। তারো ভূমিকা চলচে তোমরা নিশ্চয় উপসংহার ভাগ দেখতে পাবে।

জ্যৈষ্ঠমাসের সব কাগজেই দেখা গেল ফাল্গুন মাসের মুক্তধারা বেরিয়েচে— বর্ষার মুক্তধারাও এবার সেই ফাল্গুনেই দেখা দিয়েছিল তার পরে দীর্ঘকাল গেছে খরা। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

বাবামশায়

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমাকে বিষম উদ্বেগে ফেলে তুমি তো চলে গেলে, তার পরে এখানে এসে দিনরাত গোলমাল চল্‌চে একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম নেই। এ পর্য্যন্ত অভিনয় থেকে ১৪০০০ টাকা পাওয়া গেছে। আরো কিছু পাব। তার পরে ভিক্ষের আয়োজনও চলচে— কিশোরী আর কালীমোহন এই নিয়ে আছে।

প্রথমে শাপমোচন দিয়ে আরম্ভ করা গেল। খুবই জমেছিল, এখানকার কাগজে যেরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছে আমাদের দেশে কোনোদিন তেমন ঘটেনি। তার পর তৃতীয়দিন তাসের দেশ। থার্ম্মোমিটর একেবারে সাব্‌নর্ম্মাল। দমে গেল মন। সকালে উঠেই নতুন নাচ গান ঢুকিয়ে তাসের দেশকে সম্পূর্ণ নতুন করে তোলা গেল। আশ্চর্য্য এই যে আয়ত্ত করতে মেয়েদের কিছুমাত্র বিলম্ব হোলো না। "সঙ্কোচের বিহ্বলতা" গানটাতে যে নাচ ওরা লাগিয়েচে সেটা নতুন ধরণের—

সেটাতে খুব encore পেয়েচে— বুড়ী আশ্চর্য্য করে দিয়েচে সবাইকে। আবার কাল হবে শাপমোচন। কিন্তু নতুন তাসের দেশটা শাপমোচনের চেয়ে ভালো হয়েছে। তাতে রোমান্স্ এবং রিয়ালিজ্‌ম্ পাশাপাশি থাকাতে আশ্চর্য্যরকম জমেচে।

পুপুর সঙ্গে তার বাপ ও দিদিদের দেখাশোনা হওয়াতে ওর ধাক্কাটা একেবারে কেটে গেছে— ভালো হোলো। পুপুর বড়ো বোন (তারা বাই নয়) অসাধারণ সুন্দর দেখতে।

... ...

বৌমা এবার মাঘ মাসে বোটে শিলাইদহে যাবার ব্যবস্থা নিশ্চয় কোরো। তোমার শরীরের জন্যে অত্যন্ত চিন্তিত আছি।

[বোম্বে, ৩০ নভেম্বর, ১৯৩৩] বাবামশায়

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমি চলে আসার পর তোমাদের আকাশ পরিষ্কার হয়েছে আর এখানকার আকাশে নেমেছে ঘোরতর বাদল। এখানে এত বৃষ্টি সারাবৎসরের মধ্যে হয় নি। চাষীদের ক্ষেত শুকিয়ে এসেছিল ক'দিনের মধ্যে বেঁচে উঠেছে ওদের মরা ফসল। সত্যি-কথা যদি বলতে হয় এখানে ভালই লাগচে। কালি-ম্পঙের মহিমা স্বীকার করব কিন্তু এখানকার মাধুর্য্যের সম্বন্ধে পুপুদিদির সঙ্গে আমার মতের মিল অনুভব করচি।

ছাত্রীর দল আসচে, তুমি নেই, কার হাতে তাদের সমর্পণ করা যায়। বুড়ি মেয়েদের স্বভাব জানে সেই জন্যে মেয়েদের দায়িত্ব নিতে নারাজ। সুরেন ভীতু মানুষ, যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চায়।

হায়দ্রাবাদ থেকে প্রতিমা এসেছে, আছে তোমার

তেতালার কুঠরিতে। আমি আছি চুপচাপ, আহারের নিয়ম পূর্ব্ববৎ। কবিতার কাপি? ইতি ১০।৮।৩৪

বাবামশাই

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার জন্যে আমার মন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। তোমার কাছ থেকে বা শান্তিনিকেতন থেকে তোমার কোনো খবর পাইনে। আজ পর্য্যন্ত পুরীতে আছ কিনা বা পুরীতে কোথায় আছ তার কিছুই জানতে পারলুম না। অমিয়র মার কেয়ারে এই চিঠি পাঠাচ্ছি আশা করি পাবে।

আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হবে। জিনিষটা এবার সব সুদ্ধ অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশি সম্পূর্ণতর হয়েচে। কিন্তু এখানকার লোকের মন অসাড়। যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েচি বল্‌লে অত্যুক্তি হবে।

এখানে এসে অবধি ঘোরতর বাদলা বৃষ্টি চলছিল। কাল থেকে আকাশ পরিষ্কার। সেই কারণেই কাল খুব ভিড় হয়েছিল— অনেককেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। দুঃখ এই যে লোক ৬।৭ শর বেশি ধরেই না। সেটাকে সৌভাগ্যও বলা যেতে পারে। যদি দর্শকের

জায়গা বেশি বড়ো হোতো, তাহলে দর্শকদের অভাব অত্যন্ত কটুভাবে চোখে পড়ত।

৪ঠা পৌঁছব ওয়াল্‌টেয়রে। আমি থাকব বিজয়নগ্রম্ মহারাণীর নিজ আতিথ্যে। মেয়েরা থাকবে বব্‌লির বাড়িতে। ছেলেরা কোথায় থাকবে জানিনে। ওখানে আমাদের কাজ শেষ হবে ৬ই।

তার পরে দুই একদিনের জন্যে তোমাকে দেখে যাবার জন্যে মনটা উৎসুক আছে। কিন্তু আমাকে নিয়ে পাছে ব্যস্ত হয়ে পড়ো বা স্থানাভাব থাকে সেই ভয়ে মন স্থির করতে পারচিনে। কেবল তোমাকে দেখেই চলে যেতে চাই। ওয়াল্‌টেয়রে যদি তোমার চিঠি পাই তাহলে যা হয় স্থির করব। পুপু মাঝে একটু অজীর্ণে ভুগেছিলো— পথ্যের ব্যবস্থা করে সেরে গেছে।

আশার শিশুকে দেখলুম। সময়ের পূর্ব্বে জন্মেছে বলে খুব ছোট্ট হয়েচে। ওরা এই আডিয়ারেই একটা বাসা নিয়েচে। তুমি কেমন আছ ওয়াল্‌টেয়রে গিয়ে যেন তার খবর পাই। ইতি ৩১ অক্টোবর ১৯৩৪

[মাদ্রাজ] বাবামশায়

ওঁ

বৌমা

তোমাদের পথকষ্টের পালা শেষ হয়ে গেছে। অন্তত রেলপথের। ধুলো এবং গরম প্রচুর পরিমাণেই পাবে এই মনে করে উদ্বিগ্ন ছিলুম। যা হোক সে সমস্ত চুকিয়ে জাহাজে চড়ে বসেছ কল্পনা করে নিশ্চিন্ত বোধ করচি। জানি সমুদ্র এখন শান্ত, ধীরেন আছে, তোমাদের যথেষ্ট যত্ন নেবে।— রথীর চিঠিতে জাপানে আমাদের পালা-গানের প্রস্তাব শুনেচ। এ সম্বন্ধে তুমি কী চিন্তা করচ জানিয়ো। এ পালা তোমারি স্বকৃত, এখনো তোমারি অঞ্চলে বাঁধা। বিদেশে ওকে একলা রওনা করে দিলে আমরা ওকে সামলাতে পারব না। জানিয়ে রেখে দিলুম। ভারতে অগষ্ট মাস থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত কষ্টকর সময়। সেই সময়টা জাপানে তোমাদের ভালোই লাগবে। সিংহলের বন্ধুরা যেমন সমস্ত দ্বীপ তোমাদের ঘুরিয়েছিল এরাও তাই করবে— এমন সকল দেশে নিয়ে যাবে যেখানে ভ্রমণ আধুনিক

বঙ্গনারীদেরও আয়ত্তের অতীত। তা ছাড়া জাপানে তোমার দেখবার জিনিষ বিস্তর আছে—এমন সমাদরে সহজে বিনাব্যয়ে সেখানকার দর্শনীয় দেখে বেড়ানো তোমাদের ভাগ্যে কখনো ঘটবে না।—সে কথা যাক্। যাদের হাতে তুমি আমাকে সমর্পণ করে দিয়ে গেছ—তাদের মধ্যে সেক্রেটারি ধরাছোঁওয়ার অতীত। সকালে ডাকের চিঠি আসে, প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। যে বয়সে পরের প্রতি নির্ভর অনিবার্য্য সে বয়সকে ধিক্। গাঙ্গুলি আছেন সদাসর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর শ্রুতিগোচর। কোথাও কিছু ত্রুটি হবার জো নেই। আহারের সময় পুপে এসে প্রায়ই দুঃখ জানিয়ে যায় যে আমি অত্যন্ত কম খাই। সুনন্দা পাখা হাতে মাছি তাড়ায়।

তোমার সেই বৈঠকখানা ঘরে বড়ো লেখবার টেবিল আনিয়ে লেখা পড়া করি। ছবি আঁকবার আসবাবেও ছোট ঘর ভরে উঠেছে—এখনো আঁকা আরম্ভ করিনি। সম্মুখে তোমার বাগানের দিকে চেয়ে দেখি গাছপালা সব প্রসন্ন।

আজ থেকে অনিলের আসবাব সরিয়ে আনবার কাজ আরম্ভ হবে। গাঙ্গুলি ভার নিয়েছে। তার পরে সেই কুটীরটা আনন্দের সঙ্গে ভাঙতে লাগব। আমার মেটে

কোঠার ছাদ আরম্ভ হয়েছে। নন্দলালরা রোজ একবার করে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে ধ্যান করে যান। জিনিষটা যথেষ্ট সমাদরের যোগ্য হয়ে উঠবে এখন থেকে তার নিদর্শন পাচ্চি।

আন্দ্রেকে বোলো, কল্পনা করচি তোমরা তার ভালোবাসা প্রচুর পরিমাণে ভোগ করচো—দূর থেকে আমি কেবল ঈর্ষা করে মরচি। কোনোদিন আমার অদৃষ্টেও যে এই সৌভাগ্য ঘটবে সে আশা করিনে—সময় পেরিয়ে গেছে। ইতি ২৮।৩।৩৫

বাবামশায়

আন্দ্রে দম্পতিকে আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ ও ভালোবাসা জানাবে। রঙীন কালী ?

কল্যাণীয়াসু

বৌমা আজ পয়লা বৈশাখে মন্দিরের কাজ শেষ করে এসেই তোমাদের চিঠি পাওয়া গেল। চিঠি না এসে তোমরা এলেই খুসি হতুম। সমুদ্রের হাওয়াতে তোমরা উপকার পেয়েছ খবর পেয়ে মনটা খুসি হোলো। আমার মনে হয় কিছু দিন ওদেশে থেকে তুমি যদি ভালো করে সেরে আসতে পারো তাহলে ভালো হয়। এখানকার ভাদ্র আশ্বিন কাটিয়ে যদি অক্টোবরের মাঝামাঝি এসো তাহলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি। রথীরও তাই করা উচিত। কিন্তু কাজ কামাই করে রথী অতদিন থাকতে পারবে না। কিন্তু মুস্কিলের কথা আছে যদি জাপানে যাওয়া হয়। তুমি না থাকলে দল-বল নিয়ে কী ফল হবে। আর যাই হোক জাপানটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ নয়—কিন্তু সেপ্টেম্বরে সেখানে আমাদের কাজ আরম্ভ হবার কথা। তার মানে অগষ্টমাসে যাত্রা। মন্‌সুনের সমুদ্রে বেরতে হবে।

অবশ্য ওদিকে মনসুনের প্রভাব প্রবল নয়। যাই হোক কথাটা নানাদিক থেকে ভেবে দেখবার বিষয়। এদিকে আমার মাটির ঘর (শ্যামলী) প্রায় সম্পূর্ণ হোলো। জন্মদিনে গৃহপ্রবেশ করতে পারব এমন আশা পাওয়া যাচ্চে। কিন্তু তোমরা থাকবে না আমি নতুন বাসায় যাব এটা ভালো লাগচে না। উপায় নেই।—আজ পর্য্যন্ত গরম বেশি পড়েনি। তুপুরে শুকনো গরম হাওয়া দেয় কিন্তু রাত্রির মাঝামাঝি থেকে রীতিমতো ঠাণ্ডা। এবারে হয়তো কোথাও যেতে হবে না। যদি তুঃসহ হয় তাহলে মৈত্রেয়ীর আশ্রয় নেব, সে খুব অনুনয় করচে। রাণীরা হয় তো সিমলের নীচের পাহাড় ধরমপুরে যাবে—প্রশান্ত আমাকে যেতে বল্‌চে—কিন্তু অতদূরে গরমের সময় রেলে করে যাবার সখ আমার নেই। খুব সম্ভব আমার শ্যামলীতেই চরম গতি। ওটাকে গোছাতে গাছাতে সময় লাগবে তো।—উদয়নে আছি—তোমার boudoirএ আমার শোবার ঘর—তার পাশের বড় ঘরটাতে লেখার টেবিল পড়েছে সেইখানে বসে লিখচি। গাঙুলি খুব খবরদারি করচে। শরীর মোটের উপর ভালোই। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪২

বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বেছে বেছে এই বছর তোমরা বিলেতে গেছো যে-হেতু তোমাদের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। দীর্ঘকাল বৃষ্টি নেই, বাতাস শুকনো, গরম ক্রমেই চড়ে যাচ্চে--থেকে থেকে ঝড় আসচে, ধূলো উড়চে, মেঘও করে পূর্ব্বে পশ্চিমে, বৃষ্টি হয় না, বাড়ির চাল উড়ে যায়, গাছ পড়ে যায় রাস্তায়। আমি চিরদিন গরমকে উপেক্ষা করে এসেছি, এবার আমার অহঙ্কার টিকল না—কোথায় যাই কোথায় যাই করে উঠল প্রাণপুরুষ, অনেক চিন্তা করে করে শেষকালে আশ্রয় নিয়েছি বোটে। প্রবীণ লোকেরা নানাপ্রকার ভয় দেখিয়েছিল, মানি নি। উত্তরপাড়ায় বোট বাঁধা ছিল, সেখান থেকে প্রথমে গেলুম শ্রীরামপুরে, কুণ্ডুদের বাড়ির ঘাটে, সেখানটা বাসের অযোগ্য। অবশেষে এসেছি ফরাসডাঙায়। প্রথম দিন ছিলুম স্ট্র্যাণ্ড রোডের সামনে, সেখানে দলে

দলে লোক সমাগম হতে লাগল। সেখান থেকে বোট হটিয়ে নিয়ে এখন যেখানে আছি ঠিক এর সামনেই সেই দোতলা বাড়ি, যেখানে একদা জ্যোতিদাদার সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছি। সে বাড়িটা অত্যন্ত বেমেরামতী অবস্থায়। তার পাশেই একটা একতলা বাড়ি আছে, সেখানে আপাতত আছেন মিসেস মিত্র—তোমরা তাঁকে এবার দেখেছ শান্তিনিকেতনে—বুড়ি তাঁকে জানে কোন্ একজনের রাঙাকাকী বলে। তিনি আর দিনকয়েক পরে চলে যাবেন তখন ঐ বাড়িটা ভাড়া নেব—জুন মাসটা ওটা হাতে রাখতে চাই—ভাড়া ৬০ টাকা। তোমাদের মামা বোধ হয় তাতে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হবেন না। বোটে ভালোই লাগচে—জলের উপর দিয়ে হাওয়া আসে অনেকটা তাপ বর্জ্জন ক'রে। এ পর্য্যন্ত লোকজনের উৎপাতও প্রবল হয় নি। তেলেনি পাড়ার বাঁড়ুজ্জে জমিদার আমাকে একটা পাথরের টেবিল ধার দিয়েছেন সেইটে অবলম্বন করে তোমাকে চিঠি লিখচি। এ বোটে শোওয়া বসা খাওয়া নাওয়ার সকলরকম ব্যবস্থাই আছে, কেবল লেখবার প্রয়োজনকে একান্তই উপেক্ষা করা হয়েছিল—যে টেবিলটা বসবার ঘরের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে বিরাজমান, সরস্বতীর চরণকমল

পেরিয়ে গিয়ে আরো অনেক নীচে তার পৃষ্ঠদেশ, কলমচালনার পক্ষে একটুও সুবিধাজনক নয়। ... ...

[১৯৩৫] বাবামশায়

(৪৮)

বৌমা,

নবীন ভালো রকম উৎরেচে শুনে খুসি হলুম। শাপমোচন সম্বন্ধে উদ্বেগ আছে। পড়বে কে? সাগর? তাহলে কি শাপের মোচন হবে, না সেটা আরো জড়িয়ে ধরবে। স্বর্গে তালভঙ্গ হয়েছিল বলেই তো অভিশাপ, তোমরা মর্ত্ত্যে যদি সেই কীর্ত্তি কর তাহলে তো উদ্ধার নেই। একবার ভাবলুম স্থরেনের দলে জুটে স্বয়ং ওখানে অবতীর্ণ হই। এখানে নানা কাজ আছে বলে হয়ে উঠ্‌ল না। দালিয়াটা ভালো লাগল না। মায়াব খেলায় প্রথম দিন অনেক ত্রুটি ছিল দ্বিতীয় দিন নিখুঁৎ হয়েছিল—লোকের ভালো লেগেছে। তোমরা যেবার করেছিলে সেবারকার মতো অত ভালো হয়নি। আমি কলকাতায় এখনো নানা জালে জড়িয়ে আছি—ছাড়াতে পারচিনে। কথা আছে আগামী মঙ্গলবারে ফিরব—নিশ্চিত বলা কঠিন। আগামী রবিবারে রানী প্রশান্তর বিবাহের সাম্বৎসরিক তিথি। একটু ধূম করে উৎসব

করবে। অসিতের বাড়িতে আদর যত্ন পাচ্চ তো। আমার শান্তিনিকেতনে যেতে মন সরে না—যত্ন করবে কে? একটা সুবিধা হয়েছে রথী যে মশা তাড়াবার পাউডার করেছে সেটাতে সত্যিই মশা নিবারণ করে। বরানগরের সন্ধে বেলাতে মশার ভিড়ের মধ্যে পরীক্ষা করেছি একটা মশাও রক্ত পায়নি—গন্ধেই দেয় দৌড়। কাল রাণুরা এসেছিল তারাও আশ্চর্য্য হয়েছে। পুপু-মণির খবর কি।

[১৯৩৫] বাবামশায়

(৪৯)　　　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, রাজধানীর উৎপীড়নে হাঁপিয়ে উঠল প্রাণ, পালিয়ে এলুম।

এখানে শরতের চেহারা ফুটে উঠেছে—হাওয়ায় একটুখানি হিমের ছোঁওয়া দিয়েছে, রোদ্দুর কাঁচা সোনার রঙের—গাছপালা চারদিকে ঝিলমিল করচে।

নতুন বাড়িতে মিস্ত্রির আক্রমণ। অবশেষে উদয়নে আশ্রয় নিতে হোলো—হয়তো আরো দিন পনেরো এইখানেই স্থিতি। বৃহৎ পুরী শূন্য। এখান থেকে যখন বেরিয়েছিলুম তখন প্রতি সন্ধ্যাবেলা তোমার সূর্য্যাস্ত প্রাঙ্গণ নূপুরে মুখরিত ছিল এখন "নীরব রবাববীণা মুরজ মুরলী।" কেবল মনে হচ্চে দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, ভুল করেছি। আমার নৃত্যসাধনা গীতচ্ছন্দে উর্ব্বশীদের মহলে কোনোদিন আসন পাব না। অতএব এখন থেকে তাঁদের সেলাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। যে গানের আসর আমার আয়ত্তের মধ্যে, আন্দাজ করচি

সেখানে রসের অভাব ঘটেনি। সেইটুকুতে কিছু পরিমাণ খুসি করতে পেরেছিলেম। এইবার ছুটি। তোমার শরীরের জন্যে আমার মন সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকে। আমার বিশ্বাস, এখন ক্রমে শীতের হাওয়া পড়বে এই সময়ে অন্তত মাসখানেক বোটে করে চরে যদি থাকতে পারো তাহলে সুস্থ হতে পারবে।

আমি কিছুদিন পতিসরের বোটে পদ্মায় ভাসব স্থির করেছি—সে বোটটা আমার ভালো লাগে। ইতি ১৩ আশ্বিন ১৩৪৩

বাবামশায়

(৫০)　　　　　ঔঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা তুমি পুরী যাচ্চ ভালোই হয়েছে। সেখানে কিছু দীর্ঘকাল থেকে শরীরটা ভালো করে সেরে এসো।

আমি এখানে ভালোই আছি। বোধ হচ্চে অনতিবিলম্বে শীত পড়বে।

চিত্রাঙ্গদার রিহর্সল চলচে। এর নাচের অংশ সম্বন্ধে বিচার করা আমার পক্ষে শক্ত। শান্তি আছে সে একরকম ঠিক করে নেবে।

বুড়ি এখনো কলকাতায় আছে। ডাক্তার দেখাতে হবে বলে আটকা পড়ে গেছে। কী হোলো তার বুঝতে পারচিনে।

স্টেট্‌স্‌ম্যানে পরিশোধের যে বড়ো সমালোচনা করেছে সেটা পড়ে মন কতকটা আশ্বস্ত হোলো। সমস্ত খুঁটিনাটি সাধারণে দেখতে পায় না, মোটের উপর ভালো লাগলেই হোলো।

এখানে সবাই পরিশোধ দেখতে চাচ্ছিল। বুড়ি

ছুটির আগে এসে পৌঁছল না অতএব ওটা স্থগিত রইল ইতি ২৯ আশ্বিন ১৯৩৬

বাবামশায়

১

বৌমা পুরীতে গিয়ে তোমার শরীর ভালো আছে শুনে খুসি হলুম। আমিও হাওয়া বদল করবার জন্যে কাল পরশুর মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। আমি যাচ্চি বাস্-এ চড়ে লেনর্ড্ রোড বেয়ে সুরুলে শ্রীনিকেতনের তেতালার ঘরে। সেখানে চারিদিকে পরিপুষ্ট ধানের ক্ষেতে সবুর্জ রঙের সমুদ্র। পুরীর সমুদ্রের চেয়ে কম নয়। সেই তেতালার বাসা এককালে আমারি ছিল। জীবনে কতবার কত বাসাই বদল করেছি। নতুন বাড়িতে এখনো মিস্ত্রির উৎপাত লেগেই আছে, ধুলো উড়চে, দুমদাম শব্দ চলচে।

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। কাল আশ্রমের লোকেরা প্রণাম করতে এসেছিল। ১২০ জনকে জলযোগ করিয়েছি—অবশেষে তিন জনের খাবার কম পড়েছিল।

রথীরা এসেছে—মীরা এসেছে। বুড়ি ভালোই আছে।—বাতাসে ঈষৎ ঠাণ্ডার আভাস দিয়েছে। মিস্

বস্‌নেক্‌ থাকেন রাণীর বাড়িতে—তুচারটি ছাত্রী এখনো আছে আশ্রমে। ফরাসী যুবকেরা আছে প্রান্তিকে। ইতি একাদশী ১৩৪৩

বাবামশায়

.

ঔঁ

বৌমা

কাল তোমাকে চিঠি লিখেছি হেনকালে আজ তোমার চিঠি পেয়ে মনটা অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়েছে। আমার সাম্প্রতিক খবর হচ্চে, সুরুলের বাড়িতে তেতলায় চড়ে বসেচি। ভালো লাগচে— আকাশ খুব কাছে এসেছে, আলোর বাধা নেই কোথাও, লোকজন সর্বদা ঘাড়ের উপর এসে পড়চে না।

কাল থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, টিপটিপ্ করে বৃষ্টি পড়চে। বাদলা এমনি গট হয়ে বসেচে যে নড়বার মতো কোনো তাড়া নেই— বিদায় হলে বাঁচি।

এখানে এসে স্থির করেছি মাঝে মাঝে আকাশের সঙ্গে মিতালি করবার জন্যে শ্রীনিকেতনের প্রাসাদশিখরে আশ্রয় নেব। এরা একটা ভদ্র রকমের সিঁড়ি গেঁথে দেবে কথা দিয়েছে। ইতি ২৭।১০।৩৬

বাবামশায়

(৫৩)　　　　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু বৌমা

কোথায় এসেছি বুঝতে পারচিনে। কাল সকালে পৌঁচেছি আত্রাই স্টেশনে। ম্যানেজার ছিলেন, আর ছিল দুটো ডিঙি আর আমার বোট। তোমার মাতুল সেই মুহূর্ত্তে পাল্কী চড়ে মাতুলানীর অভিসারে রওনা হলেন। ভাবলেম আগে থাকতে গিয়ে আমার জন্যে যথোচিত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করবেন। রাত নটার সময় শূন্য নির্জ্জন নিরালোকিত ঘাটে বোট এল। আমি তখন একলা বসে হাত পা চালনা করচি। খবর দিলে এইটেই পতিসরের ঘাট—জানতেই পারিনি। মাতুল ক্ষণকালের জন্যে এসে তিরোহিত। বেচারা সুধাকান্ত ভাবলে সেখানে গেলে আহার আরামের সুবিধা হবে। কী দুর্ঘটনা হোলো তার কাছেই শুনতে পাবে। সুখের কথা এই যে মশা নেই, দুর্যোগ নেই, বিশেষ গরম নেই। তাই রাত কাটল ভালোই। সকালে বনমালীকে ডেকে কিঞ্চিৎ চা খেয়ে নিয়েছি। আটটা বেজে গেছে

লোকজন কেউ কোথাও নেই। ভাগ্যে আছে কালু আছে বনমালী এবং দুঃখরাত্রির অবসানে এসে পৌঁচেছে সুধোড়িয়া তাই বুঝতে পারচি এটা চন্দ্রলোক নয়, এখানে প্রাণীর চিহ্ন খুঁজলে পাওয়া যায়। 'পুনশ্চ' থেকে উদয়নে যাত্রা করলেও যেটুকু চাঞ্চল্য অনুভব করি এখানকার হাওয়ায় তাও নেই। এখানকার খবর এই পর্য্যন্ত। ক্রমশ আরো কিছু খবর জমবে কি না জানিনে। আজ শুনতে পাই পুণ্যাহ, যদি সত্য হয় তাহলে আজ বোধ হয় ছুটি পাব না। কাল বৃহস্পতিবারে উল্টোরথে হতভাগা জগন্নাথ স্বভবনে যাত্রা করবেন। শুক্রবারের গাড়ি ধরে শনিবারে কলকাতায় পৌঁছব। তার পরে স্বস্থানে। বর্ষামঙ্গলের আয়োজন আশা করি এগোচ্চে। সরাইখেলের নাচ আমরা চাইলেই নিজের খরচে পাঠিয়ে দেবে এমন সংবাদ পেয়েছি। সে চেষ্টা করতে দোষ কী। জিনিষটা মোটের উপর দর্শনীয়।

শুনচি প্রজারা বৃহস্পতিবারে দেখা করতে নারাজ। শুক্রবারে ধরে রাখবে, তাহলে রবিবারের পূর্ব্বে যাওয়া ঘটবে না।

[১৯৩৭] বাবামশায়

(৫৪)

বৌমা, বর্ষামঙ্গলের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। ... সঙ্গীত বিভাগের এই কাজটা তোমার, দায়িত্ব তোমারই। গান, নাচ, এবং যন্ত্র সঙ্গীতের প্রোগ্রাম তোমাকেই তৈরি করতে হবে। ডিগ্রি নেওয়ার দুষ্কর কর্ত্তব্য আমিই সেরেছি—সঙ্গীত বিভাগের দুঃসাধ্য কাজ তোমারই পরে নির্ভর করচে। তিন পক্ষকে তোমার সামনে একত্রে বসিয়ে কর্ম্মসূচি যদি বানিয়ে তোলো তাহলে জিনিষটা মানানসই হতে পারবে।

[১৯৩৭] বাবামশায়

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখানে বসন্ত উৎসবের জন্যে ধরেছে সবাই। সেটা হবার কথা ১৬ই তারিখে। সুতরাং এখন কলকাতায় গিয়ে আবার ফিরে আসার দুঃখ বাঁচাতে চাই। এইজন্যেই, বারে বারে যাতে জন্মের গোলকধাঁদায় আনাগোনা না করতে হয় আমাদের দেশের ভবভয়-ভীরুরা শান্ত হয়ে বসে তার সাধনা করে থাকে। আমিও আপাতত শান্ত হয়ে রইলুম। বিশেষত শোনা গেল খুলনা থেকে ফিরতি যাত্রীদের সঙ্গে তুমিও এখানে দিন তিনেক কাটিয়ে যাবার সংকল্প করেছ। তাহলে তোমার সঙ্গে চণ্ডালিকা অভিনয়ের পরামর্শ করবার যথোচিত অবকাশ পাওয়া যাবে। এই সময়ে কলকাতা সহরে বা তার নিকটবর্ত্তী কোনো জায়গায় আমার অবস্থিতি লোকের কাছে এত শঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে

যে তাদের মনের শান্তি রক্ষার জন্যে এই নিরেনব্বই মাইল দূরে আমার থাকাই শ্রেয়।— গঙ্গাতীরের একটা বাসার সন্ধান নিতে ছেড়ো না। কুষ্ঠিতে আছে আমার মীন রাশি। জলের বাসার জন্যে মন কেমন করে।

কিছুদিন আগে তিনটে উড়ো টাকা আমার পকেটের মধ্যে ঢুকেছিল। সরস্বতীর সঙ্গে আড়াআড়ি করে লক্ষ্মী আমার পকেটে বাসা বাঁধতে চিরদিনই আপত্তি করেন। সেই ঈর্ষাপরায়ণা দেবীর অপদৃষ্টির ভয়ে টাকা তিনটে দিয়েছিলেম আমাদের উপায়-সচিবের হাতে। বলেছিলুম চকোলেট কিনে দিতে—আমি মেয়েদের খুসি করব মাঝে মাঝে তাদের হাতে হাতে বিতরণ করে। সেই প্রতিশ্রুত চকোলেটের বাক্স যদি কোনো গতিকে আমার দখলে আসে তাহলে ওরা যখন এখানে আসবে ওদের পুরস্কার দেব এই মৎলব আমার রইল—দেখি শেষ পর্য্যন্ত সেই তিনটে টাকার কী রকম সৎকার হয়।

আর একটা কথা—খুকু যদি দোল উৎসবের সময় এখানে আসতে পারে তাহলে কাজে লাগবে—তার খবর পাবে কিশোরীর কাছ থেকে—যদি আসে তার ভাড়াটা তাকে দেওয়া উচিত হবে।

তোমার অনুপস্থিতিতেই চণ্ডালিকার অনেক কাটা-

ছাটা করতে হয়েছে—তোমার মঞ্জুরির অপেক্ষায় রইলুম। ইতি ৭।৩।৩৮

৭

বাবামশায়

বৌমা

আর চলল না, কাজের ক্ষতি হচ্চে। ভেবেছিলুম দলের সঙ্গে একত্রে যাত্রা করব কিন্তু তাদের দিনক্ষণ কেবলি পিছতে থাকল। মহাভারত লেখার ভার স্বীকার করে নিয়েছি—অবিলম্বে শুরু করতে হবে। ৭ই তারিখে অর্থাৎ পর্শু সোমবারে শুভক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়ব। সেদিন জোড়াসাঁকোয় তোমার সঙ্গে আলোচনা শেষ করে যাব বেলঘরিয়ায়। সুধোড়িয়াকে বোলো যথাসময়ে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত থেকে যথোচিত নিয়মে আমার অভ্যর্থনা করে।

সেদিন গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে চণ্ডালিকার অভিনয় দেখে বোঝা গেল ওর নাটকীয় নিবিড়তা অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। বাহুল্য নাচ গান বর্জন করা দরকার বোধ হোলো। সেগুলি স্বতন্ত্র ভাবে যতই ভালো হোক সমগ্রভাবে বাধাজনক। এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আলাপ করব।

আজ গরমের প্রচণ্ডতা দেখে একটা আসন্ন ঝড়ের প্রবলতার আশঙ্কা করচি। এই ঋতু পরিবর্ত্তনের মুখে পূর্ব্ববঙ্গে ঝড়ের সম্ভাবনা চিন্তার বিষয়।

মেয়েগুলোকে পথের মধ্যে রওনা করে দিয়ে মন আমার কিছুতে সুস্থির থাকবে না। উত্তর পশ্চিম কোণে আজ মেঘের ষড়যন্ত্র দেখা যাচ্চে। হঠাৎ হয়তো দিনাবসানে আকাশে কাল বৈশাখীর প্রথম রিহর্সল বসবে।

তোমার শরীরের খবর ভালো বলেই শুনতে পাই। আমি যাতে ছায়ার ছায়া না মাড়াই বিবি তাই নিয়ে দোহাই পাড়চে। আমার দেহ বিকার সম্বন্ধে লোকেরা একটা অপরাধী খাড়া করেছে, তাকে অস্পৃশ্য করে তুলে অনেকটা সান্ত্বনা পেয়েছে। ইতি ৫।৩।৩৮

বাবামশায়

(৫৭) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, চমৎকার জায়গা, বাড়িটা তো রাজবাড়ি—স্পষ্ট বোঝা যায় ছিল ইংরেজের বসতি—তকতক করচে, কাঠের মেঝে, আসবাবগুলো পরিষ্কার, উপভোগ্য,—উপরে নিচে ঘর আছে বিস্তর, বিছানা আনবার দরকার ছিল না। মৈত্রেয়ী যখন বল্‌লে একটা কথা দিতে হবে, ছুটির শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে, কথা দিতে বিলম্ব হোলো না। তাহলে মাঝে মাঝে তোমাকে কিন্তু আসতে হবে। পরীক্ষা করে দেখো শরীর কী রকম থাকে। তুই একদিন থাকলে বোধ হয় খারাপ লাগবে না। এখানে সুরেন সুধাকান্ত সকলেরই অনায়াসে জায়গা হতে পারবে। কালিম্পঙের ঘরের দাবী আমি ছেড়ে দিচ্চি, ওখানে বরঞ্চ অমিতা কিম্বা তোমার কোনো সখীকে আনিয়ে নিতে পারো। তোমার শরীর কেমন আছে লিখো। কেলি সাল্‌ফ্‌ আর ম্যাগনেসিয়া ফস্‌ খেয়ো। তোমার খোকা কুকুরটাকে দিনে তিন চারবার

করে নেট্রম ফস চার বড়ি খাইয়ো। এখানে যত্নের ত্রুটি হচ্চে না। আরো কম হলে চল্‌ত। তোমার জন্যে ভিশি ওয়াটার এক গাড়ি বোঝাই আনিয়ে রেখেছে।
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

[সুরেল, মংপু] বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

না বৌমা, এখানে তোমার এসে কাজ নেই। তোমার শরীরে সইবে না। এখানকার আকাশ বাতাস জলে ভরা— তোমার পক্ষে হয় তো স্বাস্থ্যকর নয়। আমার কোনো অসুখ বা অসুবিধা নেই—ব্যবস্থা ভালোই, সেবাও অক্লান্ত, লোকেরও ভিড় নেই। এখানে লেখার কাজটাও অবাধে চলবে বোধ হচ্চে। মাঝে মাঝে যখন রোদ্দুর ঝলমল করে ওঠে সেটাকে আশার অতীত বলে বোধ হয়। শোনা যায় এই বৃষ্টির উপদ্রব এখানে জ্যৈষ্ঠমাসের পক্ষে স্বাভাবিক নয়—তাই আশা করচি দুর্যোগটা সাময়িক। কাল রাত্রে মুষলধারে বর্ষণ হয়ে গেছে, সকালে ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢাকা ছিল এখন মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ প্রসন্ন হয়েছে। তোমাদের ওখানেও নিঃসন্দেহ বৃষ্টি বাদল ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়েছে। তোমরা সবাই, বিশেষত তুমি, ভালো আছ আশা করা যাক্। গ্যাণ্টকে যদি যাওয়া স্থির হয় বনমালীকে ভুলো

না। এখানে তার কোনো কাজ নেই, তবু তার মতে কালিম্পঙ এখানকার চেয়ে উৎকৃষ্টতর। বোধ করি উমেশ ও হরিপদর বিচ্ছেদ মনে অবসাদ এনেছে। সুধাকান্ত যত বকচে তত খাচ্চে না। যদি তোমার দরকার না থাকে সেই হজমি চাটনিটুকু পাঠিয়ে দিয়ো। ইতি ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

[মংপু] বাবামশায়

বৌমা

আমাকে ওখানে যেতে লিখেছ। চিঠি আজই পেলুম। সেই ডাকেই খবরের কাগজে দেখা গেল কালিম্পঙের রাস্তা আর দার্জিলিঙের রাস্তায় গতিবিধি বন্ধ। গণৎকার বলেচে তুই এক মাসের মধ্যে আমাকে উড়োজাহাজে ভ্রমণ করতে হবে। সন্দেহ হচ্চে কালিম্পং যাব উড়োজাহাজে করে। এদিকে বর্ষামঙ্গলের জন্যে পরিশোধের রিহর্সল চলচে, তুমি নেই, তাই চলচে না বলাই উচিত—চালাবার মতো তেজ আমার দেহে মনে নেই।— যথাসময়ে তোমার সেই লেখাটি পেয়েছিলুম। তার নাম দেওয়া যেতে পারে দিলীপী জিলিপী। ওর মধ্যে কিছু ঢাকাঢুকি নেই— বেরলে ডুয়েল লড়াইয়ের আশঙ্কা আছে।

রাস্তা যদি পাই তো নিশ্চয় যাব কালিম্পং—কিন্তু বর্ষামঙ্গলের দলকে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে পারিনে।

মৃণালিনী সাজচে বজ্রসেন—একটুও স্থবিধে ঠেকচে না ভালো লাগচে না। ইতি ২৪।৮।৩৮

বাবামশাই

বৌমা

আজ গান্ধী জয়ন্তী হয়ে গেল। সকালে মন্দিরে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়েছে। এদিকে কিছু দিন থেকে যে প্রাত্যহিক ঝড় বৃষ্টির আয়োজন হয়েছিল সেটা নিঃশেষ হয়েছে। আজ সকাল থেকে উজ্জ্বল রোদ্দুর— চারদিকে আকাশে ছড়িয়ে পড়া শরতের সাদা সাড়ির আঁচলা ঝলমল করচে। এবার আবার একবার হাওয়ায় লাগবে গরমের ঝাঁজ, তবু তার উগ্রতা অসহ্য হবে না। খেয়ে এসে বসেচি, এখন বেলা এগারোটা—ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্চে—পাহাড়ে চড়ে বসে এখানকার শারদশ্রীর মাধুর্য্য বোধ হয় মনে আনতে পারচ না। আর কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা যখন স্থায়িত্ব নেবে তখন যাব গঙ্গার ধারে—আকাশের সাদা মেঘের সঙ্গে পাল তোলা নৌকোর পাল্লা দেওয়া দেখা যাবে। আমার মন অচল পাহাড়ের দিকে যায় না আমার মন নদীর ধারার সঙ্গে ছোটে—কাল হবে বর্ষামঙ্গল—শান্তির সঙ্গে

রফা করে নিয়েছি—ভালোই হবে।—সেই সিন্ধি মেয়েটি খুব ভালো নাচচে,—নাচে তার খুব উৎসাহ—অনতি-কালের মধ্যে এ মেয়েটি রাজনটীর দলে ঢুকবে। এবার যখন অভিযানে বেরবে একে পাবে। এ কারো চেয়ে কম নয়।—মংপুতে যত্নে আদরে থাকবে। আমার ভাগ্যে আদর যত্নের কৃপণতা শোচনীয়। ও জিনিষটা এসিস্টেণ্ট পার্সোনাল সেক্রেটারীর হাত দিয়ে যদি পাবার উপক্রম দেখি তবে সকাতরে থামিয়ে দিতে হয়। ইতি ২১।৯।৩৮

বাবামশাই

(৬১)　　　　　ওঁ

বৌমা

তুমি যে কাজের ফরমাস করেচ তাতে মন লাগানো বড়ো শক্ত। পর্বত চূড়ায় বসে তুমি ঠিক কল্পনা করতে পারবে না কী রকম একটা অবসাদের মাকড়ষার জালে জড়িয়ে রেখেছে। কাজ করতে যাই, কেবলি গড়িমসি করতে থাকি। তা ছাড়া তোমার ফরমাসের সঙ্গে আমার সেক্রেটারি সাহেবের প্লানের মিল হচ্চে না। তিনি একটা খুব লম্বা সূচি বানিয়েছেন, টাকার বেড়া জাল ফেলবার উদ্দেশে। ডিসেম্বরের শেষ ভাগ থেকে সুরু করে হায়দ্রাবাদ মৈসোর জামসেদপুর ইত্যাদি ইত্যাদি সহর ঝেঁটাতে ঝেঁটাতে চলতে হবে। তাঁর লক্ষ্য চিত্রাঙ্গদার পরে— দাক্ষিণাত্যে ঐ নাট্যের কোনো পরিচয় হয় নি। নতুন রচনা নিয়ে নতুন জায়গায় পরীক্ষা করতে সাহস হয় না।

আশ্রম এখন শূন্য। অনিল অনিলানী দেশে গেছে।

সুধাকান্ত কলকাতায়। বুড়িকৃষ্ণ আর অমিয় আছে।
ইতি ২৮।৯।৩৮

বাবামশাই

শুনচি মমতার শীঘ্রই বিয়ে হয়ে যাবে।

(৬২)　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, ডাক্তারি বইয়ে হাঁপানি রোগের অধ্যায়টা পড়ে দেখছিলুম। তার মধ্যে একটা কথা দেখলুম সেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। লিখেচে পোষা জন্তু-জানোয়ারের সম্পর্ক পরিহার করা কর্ত্তব্য। শরীরের খাতিরে বোধ হয় তোমাকে বাঁদরের মায়া কাটাতে হবে। এ ছাড়া আরো অনেক আলোচনা আছে, typist থাকলে কপি করে তোমাকে পাঠাতুম। ওখানে গিয়ে বোধ হয় টেডি কুকুরের সঙ্গেও আবার তোমার পরিচয় আরম্ভ হয়েছে। এখানে বুড়ি এক কাঠবিড়ালি পুষেচে সে দিনরাত তার আঁচলের মধ্যে নড়ে চড়ে বেড়াচ্চে, মানুষের প্রতি কোনো ভয় নেই, বেশ মজা লাগে দেখতে।

এখানে এতদিনে ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেচে। পাখা এখন আর চলে না। রোদ্দুরের রংটি কাঁচা সোনার মতো হয়ে এসেছে, হাওয়া দিচ্চে মৃদুমন্দ,

শিউলি ফুলে ছেয়ে যাচ্চে গাছের তলা। সমস্ত আশ্রম শূন্য প্রায়। তবু বাইরে থেকে ছুটি-সম্ভোগীদের দলের আনাগোনা চলচে।

মহাত্মাজী পুপুকে যে পোষ্টকার্ড লিখেচেন সেটা এই সঙ্গে পাঠাচ্চি। সে ওখানে কেমন আছে। যথেষ্ট বেড়াবার জায়গা না পেয়ে বোধ হয় কিছু বিমর্ষ আছে।

আমি ছোট একটা গল্প লিখেছি—উপার্জ্জন করবার লোভে। শুনে নিশ্চয় যোগাযোগের কথা তোমার মনে পড়বে। অত বড়ো লেখায় হাত দেবার মত সাহস ও সময় নেই। চাকরি নিয়েচি, এবারে তারি দায় বহন করতে হবে। বক্তৃতা লেখা সুরু করতে আর দেরি করা চলবে না—কিন্তু ভালো লাগচে না—ছেলেবেলায় যেরকম ইস্কুল পালাবার জন্যে ছটফট করতুম সেই রকম ভাবটা মনে জাগচে।

আমার অ্যাসিস্টাণ্ট ডাক্তারের পসার বাড়চে। হাতে অনেকগুলি রুগী আছে—এখনো একটাও মরে নি।

তোমাদের শরীর ভালো আছে শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। বিজয়া দশমী ১৩৩৯

বাবামশায়

(৬৩)　　ওঁ　　শান্তিনিকেতন

বৌমা

উদয়নে ডাকাত পড়েছে হাল আমলের দেবী চৌধুরাণী। আমার আশা ছেড়ে দাও। শুনলুম মংপু নামে জায়গায় কোনো বঙ্গ মহিলা হিটলারের অনুকরণ করে Concentration Camp খুলেছে। আমাকে ভাবতে সময় দিল না—ছোঁ মেরে নিয়ে চল্‌ল—কালিম্পঙের নাম করলে আঁচল দিয়ে মুখ চাপা দেয়। আমার হাতে এখন পনেরো আনা সম্বল ভদ্রমহিলা তাতেও দমলো না, সেটাও সেই থলিতে পড়বে যাব মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে গরীবের দেড় টাকা। আমার এখন নিঃসহায় অবস্থা, যা ভালো মনে করো কোরো। ইতি

[১৯৩৮]　　বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, জায়গাটা ঠাণ্ডা সন্দেহ নেই কিন্তু নিচে থেকে যে অবসাদ দেহ বোঝাই এনেছিলুম সেটা এখনো নামাতে পারিনি। এবার বোধ হয় মংপুর নাম রক্ষা হবে না। অন্যান্য বার পাহাড় প্রদেশে কলম চলত ভালোই— এবার সে কোনোমতে খুঁড়িয়ে চলচে। পালে হাওয়া লাগচে না—মন রয়েছে বিমুখ। গল্প এক আধটা লিখব প্রতিশ্রুত ছিলুম—তাই লিখ্‌তে বসেছি—থম্‌কে থম্‌কে লেখা—মাঝে মাঝে অনেকখানি না লেখা ধূসরতা। পাহাড় ডিঙিয়ে শরতের বাঁশির সুর এসে পৌঁছচ্চে শান্তিনিকেতনের নানা রঙের আলপনা দেওয়া দিগন্ত থেকে এখানকার শৈলমালার স্বপ্নে দেখা আবছায়া নীলিমায়। তোমাদের যে বর্ত্তমান পরিস্থিতি তাতে আস্‌তে বল্‌তে পারিনে। যাক আরো কিছুকাল—যদি সুযোগ ঘটে এসো—স্থানাভাব ঘটবে না—রাত তিনটে পর্যন্ত বাক্যালাপ চলবে। মেয়েদের গৃহ নির্ম্মাণের কথা

লিখেছ, কিন্তু ফাউণ্ডর প্রেসিডেন্টের বাসার কী খবর? লিখতে ঘাড় ব্যথা করে ক্লান্তি আসে অতএব আশীর্বাদ করে কেদারায় হেলান দিয়ে পড়িগে। ২১।৯।৩৯

[মংপু] বাবামশায়

(৬৫),   ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার চিঠিখানি পড়ে মন খুব খুসি এবং নিশ্চিন্ত হয়েছে। অবাধে তোমাদের সংকল্প সিদ্ধ হোক এই কামনা করি। উপসংহারে বিলম্ব না হয় এই ইচ্ছাটাই মনের মধ্যে ঘুরচে।

আমাদের এখানে শীত খুবই তীব্র হয়ে উঠচে—রৌদ্র হয়ে এসেছে বিরল, মেঘে কুয়াশায় আকাশ রয়েছে আচ্ছন্ন। সর্ব্বাঙ্গে এক রাশ কাপড় জড়িয়ে মনে হচ্চে যেন বারো আনা বিলুপ্ত হয়ে আছি। দেহটা মুক্তি কামনা করচে। মোটের উপর স্বাস্থ্য ভালই। এখানে এসে রথীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। এ জায়গায় আছি আর দিন দশেক। ৫ই নবেম্বরে দেব দৌড়। ততদিনে হেমন্তকাল সোনার ধান পাকিয়ে উপভোগ্য হবে। আমার নতুন বাড়ির গাঁথুনি চল্‌চে—তারজন্যে কৌতূহল আছে মনে। বনমালীর জন্যেও উৎসুক আছে মন।

আমার একটা নতুন গল্প শেষ হয়ে গেছে পুপুকে আশীর্বাদ জানিয়ো। ইতি ২৫।১০।৩৯

বাবামশায়

বৌমা তোমাদের বাড়িটা দেখি। শূন্য হাঁ হাঁ করচে। না আছ তুমি, না আছে রথী—প্রধান ব্যক্তি যে আছে সে হচ্চে নাথু।

নিদারুণ শরতের তাপ আকাশে এসেছে। কৃপণ বর্ষণ কালো মেঘের ভিতর থেকে সমস্ত পৃথিবীকে অভিশাপ দিচ্চে। হংস বলাকার দলে যদি নাম লেখা থাকত তাহলে উড়ে চলতুম মানস সরোবরের দিকে, মংপুতে মাগুর মাছের সরোবর তীরেও হয় ত শান্তি পাওয়া যেতে পারত। মধ্য সেপ্টেম্বরের প্রতীক্ষায় রইলুম। গল্পটা শেষ হয়ে গেছে—এখন তাতে প্লাস্টার লাগাচ্চি।

আজ রাত্রে দেবতা যদি প্রসন্ন থাকেন তাহলে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে বর্ষামঙ্গল হবে। সকালে বৃক্ষরোপণ হয়ে গেছে।

আমার শরীরে ভালো মন্দর জোয়ার ভাঁটা চলছিল। সম্প্রতি ভালই আছি।

মংপুতে যাবার পূর্বে একটা কথা বলে রাখা ভাল। আহার্যের খরচ সম্প্রতি বেড়ে গেছে।

শাকপাতা খাচ্ছিলুম অবশেষে ডাক্তারের পরামর্শে মাছ মাংস ধরতে হয়েছে। আমার সম্বলের মধ্যে শুনচি তোমার কাছে টাকা দশেক প্রচ্ছন্ন আছে। সেটাতে ক'দিন চলবে জানিয়ো—সেই অনুসারে ওখানকার মেয়াদ স্থির করতে হবে।

মংপবীকে আশীর্বাদ জানিয়ো

[১৯৩৯-১৯৪০] বাবানশায়

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার কাছে ছেলেমানুষের মতো নালিশ করতে লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু আমাকে তোমরা চাপাচুপি দিয়ে ছেলেমানুষ করে রেখেছ, নিরুপায় ভাবে পরনির্ভরতা বহন করচি। একটা দৃষ্টান্ত দিই। পাহাড়ে আসব, জিনিষপত্রের ভার ছিল কানাইয়ের উপর, সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও সতর্ক। হঠাৎ এক সময়ে আলু এসে আমার আসবাবের এক অংশ ঝড়ের মতো ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে গেল। তাই নিয়ে বনমালী নিষ্ফল উদ্বেগ প্রকাশ করছিল। ষ্টেশনে এসেও ও তাদের তাড়া দিয়ে বল্‌লে সব ঠিক আছে। তারপরে এখানে এসে পৌঁছে ক্লান্ত দেহে সমস্ত সকাল বেলা হারানো জিনিষের জন্যে খোঁজ করে আবিষ্কার করা গেল সেগুলো পৌঁছয়নি। তার মধ্যে ওষুধপত্র সাবান প্রভৃতি ছিল, সে জন্যে ভাবি নে, কিন্তু লোকশিক্ষা সংসদের জন্যে পশুপতি ডাক্তারের লিখিত manuscript এবং সুকুমার

সেনের রচিত দুখানা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বই তার সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে। সেই দুখানা বইয়ের মধ্যে একখানা সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হয় নি—আমি সুনীতিকে বারবার আশ্বাস দিয়েছি হারাবার ভয় নেই, এবং, আমি সে বই মন দিয়ে পড়ব।— দোহাই তোমাদের, আমার অভিভাবকের সংখ্যা কমিয়ে দাও; আমার জীবনযাত্রার প্রয়োজন খুব স্বল্প, একজনের উপর দায়িত্বভার দিলে এ রকম দুর্ঘটনা ঘটে না। আপাতত অন্তত ঐ বই তিনখানা যদি উদ্ধার করে পাঠাতে পার, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। বাকি সমস্ত খবর সুধাসমুদ্রের কাছ থেকে পাবে। ইতি ২২।৪।৪০

বাবামশায়

অজিত—অজিত কুমার চক্রবর্তী
অজিন—শ্রীঅজিনেন্দ্র নাথ ঠাকুর
অনিল—শ্রীঅনিলকুমার চন্দ
অপূর্ব—শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ
অবন—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অমিতা—শ্রীঅজিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী
অমিয়—ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তী
অমিয়র মা—অনিন্দিতা দেবী
অমূল্যবাবু—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বিশ্বাস
অরবিন্দ (পৃ: ৬০)—শ্রীঅরবিন্দ
অসিত—শ্রীঅসিতকুমার হালদার
আত্রাই—ঐ নামের নদীসংলগ্ন স্টেশন
আন্দ্রে—শ্রীমতী আন্দ্রে কার্‌পেলে, ফরাসী চিত্রশিল্পী
আরিয়াম—ই, এইচ, আর্যনায়কম্‌, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন
অধ্যাপক
আলু—সচ্চিদানন্দ রায়
আশা—শ্রীমতী আশা দেবী
উদয়ন—উত্তরায়ণের মূল বসতবাটী
উমেশ—ভৃত্য
একজন মহিলা—ম্যাডাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (বিজয়া)
এসিস্টেন্ট পার্সোনাল সেক্রেটারী—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী
ওকুরা—জাপানী বন্ধু
কানাই—ভৃত্য
কালীমোহন—কালীমোহন ঘোষ
কিশোরী—কিশোরীমোহন সাঁতরা

কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানী, মীরা দেবীর জামাতা
কুশু—প্রাক্তন ছাত্র, শ্রীব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীরামপুর বয়ন-কলেজের অধ্যক্ষ
খুকু—অমিতা সেন
খোকা—নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মীরাদেবীর পুত্র
গগন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গাঙ্গুলি—প্রমোদলাল গাঙ্গুলি
গোরা—গৌরগোপাল ঘোষ
ঘুরন—ভৃত্য
ছায়া—ঐ নামের চলচ্চিত্রভবন
জ্যোতিদাদা—জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর
জ্ঞান—শ্রীজ্ঞান গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রাতা
ডাল—হগম্যান, আন্দ্রে কার্পেলের স্বামী
তোমার মা—বিনয়িনী দেবী
তোমার মাতুল }
তোমার মামাশ্বশুর } শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
দিনু—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বিপু—দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ধীরেন (পৃ: ৫৫)—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দেববর্মা
ধীরেন (পৃ: ১০১)—ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেন
নগেন (পৃ: ১০, ১৬, ২০)—কনিষ্ঠ জামাতা, ডক্টর নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
নীতু—নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
নীলমণি—ভৃত্য বনমালী, রহস্যচ্ছলে উক্ত
নুটু—রমা দেবী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের পত্নী
পতিসর—ঠাকুরবাবুদের জমিদারী কাছারি

পশুপতি ডাক্তার—ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য
পিসিমা—রাজলক্ষ্মী দেব্যা, যশোরের সম্পর্কে কবিপত্নীর পিসিমা
পুনশ্চ—শান্তিনিকেতনের অন্যতম বাসভবন
পুষ্প—পুপের কাল্পনিক বন্ধু
পুপে—শ্রীমতী নন্দিনী দেবী
প্রতাপ—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র তলাপাত্র, কর্মচারী
প্রতিমা—শ্রীমতী প্রতিমা গাঙ্গুলী, মীরা দেবীর জা
প্রভাত—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের
গ্রন্থাগারিক
প্রশান্ত—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
ফাউণ্ডর প্রেসিডেণ্ট—কবি স্বয়ং
বঙ্গমহিলা—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী
বড়দাদা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বড়দিদি—সৌদামিনী দেবী
বব্‌লি—মাদ্রাজের ববিলির রাজা
বসনেক, মিস্—শান্তিনিকেতনের শ্রীভবনের প্রাক্তন
ফরাসী পরিদর্শিকা
বামনজি—বোম্বাইয়ের এস. আর. বমনজী
বিচিত্রা—জোড়াসাঁকোর নিজস্ব বাসভবন
বিনয়িনী—বিনয়িনী দেবী, গগনেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী
বিবি—শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী
বুড়ী—শ্রীমতী নন্দিতা দেবী
বুর্ডেট, মিস্—মার্কিন মহিলা
বেলা—মাধুরীলতা দেবী, জ্যেষ্ঠা কন্যা
ভাইস্‌রয়—লর্ড আরুইন
ভিক্টোরিয়া—কুমারী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো
মংপবী—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী, মংপু-বাসিনী

মমতা—শ্রীমতী মমতা দেবী, জগদানন্দ রায়ের নাতিনী
মীরা—শ্রীমতী মীরা দেবী, কনিষ্ঠা কন্যা
মুকুল—শ্রীমুকুলচন্দ্র দে
মোবারক—ভৃত্য
রাণী (পৃ: ৫৮)—শ্রীমতী রানী মহলানবিশ,
শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্নী
রাণী (পৃ: ১২৪)—শ্রীমতী রানী চন্দ, শ্রীঅনিল কুমার চন্দের পত্নী
রাণু—স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ
রোটেনস্টাইন—উইলিয়ম রোটেনস্টাইন, বিলাতের বিখ্যাত শিল্পী
লীলমণি—ভৃত্য বনমালী, রহস্যচ্ছলে উক্ত
লেনার্ড—এল. কে. এলমহর্স্ট
বনমালী—ভৃত্য
শান্তি (পৃ: ৭৬)—শ্রীশান্তি গঙ্গোপাধ্যায়,
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রাতা
শান্তি (পৃ: ১২১)—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
শাস্ত্রীমশায়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
শিলাইদহ—কুষ্টিয়ায় ঠাকুরবাবুদের তদানীন্তন জমিদারী কাছারি
সন্তোষ—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র,
প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী
সমর—শ্রীসমরেন্দ্র নাথ ঠাকুর
সুধাকান্ত—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী
সুধাসমুদ্র—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী
সুধী—ভৃত্য
সুধীরঞ্জন—শ্রীসুধীরঞ্জন দাস, প্রাক্তন ছাত্র, অধুনা কলিকাতা
হাইকোর্টের এডিশন্যাল জজ
সুধোড়িয়া—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী
সুনন্দা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর কন্যা

সুনীতি—ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সুরুলের ডাক্তার—ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
সুরেন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর
সুহৃৎ—ডাক্তার সুহৃৎনাথ চৌধুরী
সেক্রেটারি—শ্রীঅনিল কুমার চন্দ
হরিপদ—ভৃত্য
হারা-সান—প্রাক্তন জাপানী ছাত্রী
হেমলতা—শ্রীহেমলতা ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ